Mr. Ahmad Toufiq Chowdhry
P.O. & Vill. Sellbarash
Via- Dharampasha
Sylhet.

Reg. No. DA.—142

আহমদী

পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মুখপত্র।

আহ্‌মদীদের জন্য সডাক বার্ষিক চাঁদা ৪৲ টাকা প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা
অন্যের জন্য ,, ,, ,, ২৲ ,, ,, ,, /৬ পাই

পাক্ষিক আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হয়।
২। চাঁদা, সাহায্য বা কাগজ পাওয়া সম্বন্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে ম্যানেজারের নিকট পাঠাইতে হয়। চাঁদা অগ্রিম দেয়।
৩। 'আহমদীর' বৎসর মে হইতে এপ্রিল এবং যিনি যখন গ্রাহক হন তখন হইতে।
৪। বিজ্ঞাপনের হার অতি সুলভ। ম্যানেজারের সহিত পত্রালাপ করুন।

ম্যানেজার, পাক্ষিক, আহ্‌মদী।
পোঃ বক্স নং৬, ১৬ ১২ মিশন পাড়া নারায়ণগঞ্জ

নব পর্য্যায়—১৪শ বর্ষ, | Fortnightly, Ahmadi, June, 22nd, 1960 | ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা
৮ই আষাঢ়, ১৩৬৭ বাং ২৭শে জেলহজ্জ ১৩৭৯ হিঃ,

একটি সমস্যা ও তার সমাধান

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মির্জা গোলাম আহমদ (আঃ) কে মসিহ মাওউদ বা প্রতিশ্রুত মসিহ বলিয়া মান্য করিবার পথে যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা রহিয়াছে তার মধ্যে একটি হইল রূপকের অর্থ রূপক ভাবেনা করিয়া প্রকাশ্য অর্থ করা। কোরআন করীমের পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্ম গ্রন্থগুলি পাঠ করিলে দেখা যায় যে ভবিষ্যদ্বাণীতে রূপকের ব্যবহার হইয়াছে। তারপর কোরআন করীম এবং হাদিস শরীফ ও রূপকে পূর্ণ রহিয়াছে। এই সমস্ত রূপক অর্থ বাচক স্থানের অর্থ যদি প্রকাশ্য অর্থ করা হয় তবে বহু ক্ষেত্রে ঝগড়া বিবাদেরও ভয় আছে। যেরূপ ঃ—কোরআনে আল্লাহ তা'লা বলিয়াছে, "এই দুনিয়াতে যাহারা অন্ধ পর কালেও তাহারা অন্ধ হইবে।" এই অন্ধ শব্দের অর্থ যদি রূপক ভাবে না করিয়া প্রকাশ্য অর্থ ধরা যায়, এবং কোন চক্ষুহীন মুসলমানকে বলে যে তুমি পরকালে ও অন্ধ থাকিবে, তবে মহা ঝগড়ার সৃষ্টি হইবে। কারণ কোরআনে বর্ণিত দৃষ্টি শক্তি জাগতিক দৃষ্টি শক্তি নহে! বরং উহা আধ্যাতিক দৃষ্টি শক্তি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তারপর মানুষের সাধারন বিবেক বুদ্ধিও ইহা বলিতে বাধ্য যে, ইহার রূপক অর্থ না করিয়া বাহ্যিক অর্থ করা যাইতে পারে। কারণ দুনিয়াতে বহু অন্ধ এমন ও আছে যাহারা প্রকৃতই মোমেন ও অলি উল্লাহ শ্রেণীর লোক। তারপর কোরআন করীমের হাফেজের সংখ্যা ও অন্ধগণের মধ্যে একেবারে বিরল নহে।

হাদিস শরীফ হইতে একটি দৃষ্টান্ত ঃ—

হজরত রসুল করীম (দঃ) বলিয়াছেন ঃ আমার ওম্মতগণ হুবহু ইহুদীগণের ন্যায় হইয়া যাইবে। এমন কি তাহারা যদি ..... করিয়া থাকে, তবে ইহাদের মধ্যে ও কোন ব্যক্তি এমন হইবে যে তাহা করিবে। এই হাদিসের প্রকাশ্য অর্থ করিতে জগতের একজন মুসলমান ও রাজী হইবে না। বর্ত্তমান খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রাবল্যের যুগে লক্ষ লক্ষ মুসলমান খৃষ্টান হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহুদী ধর্ম্মমত কেহই গ্রহণ করে নাই। এমতাবস্থায় কি হজরত রসুল করীম (দঃ) এর পবিত্র বাণী (নাউজুবিল্লাহ) মিথ্যা? আঁ হজরত (দঃ) এর পবিত্র বাণী মিথ্যা নহে এবং মিথ্যা হইতে পারে না। তবে এই হাদিসের অর্থ কি? এখানে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া রূপক অর্থ করিতে হইবে। কারণ প্রকাশ্য অর্থের স্থান এখানে নাই। এই হাদিসের অর্থ আমাদিগকে এই করিতে হইবে যে, আঁ হজরত (দঃ) এর ওম্মত ইহুদীগণের খাছলত প্রাপ্ত হইবে। ইহুদীগণ যেরূপ তাহাদের ধর্ম্ম গ্রন্থের প্রকাশ্য অর্থ আকড়াইয়া ধরিয়াছিল, তদ্রূপ মুসলমানগণ ও তাহাদের ধর্ম্ম গ্রন্থের অর্থ রূপক না করিয়া প্রকাশ্য করিবে! ইহুদীগণ যেরূপ তাহাদের প্রতিশ্রুত মসিহ হজরত ইসা (আঃ)কে এইজন্য মান্য করে নাই যে, তাহাদের গ্রন্থে হজরত ইলইয়া (আঃ) এর আকাশ হইতে অবতরণের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। তদ্রূপ মুসলমানগণও তাহাদের প্রতিশ্রুত মসিহকে এ ইজন্যমান্য করিবে না যে, তাহাদের গ্রন্থে মসিহ ইবনে মরিয়মের নাজেল হইবার ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে। মুসলমানগণ ভবিষ্যদ্বাণীর রূপক অর্থ না করিয়া প্রকাশ্য অর্থ করিবে। এবং ইহুদীগণ যেরূপ হজরত ইলইয়া (আঃ) এর প্রতিক্ষায় আকাশ পানে তাকাইয়া রহিয়াছে। তদ্রূপ মুসলমানগণও হজরত ইসা (আঃ) এর প্রতিক্ষায় আকাশ পানে তাকাইয়া থাকিবে! ইহুদীগণ যেরূপ হজরত ইলিয়া আকাশ হইতে অবতরণ না করায় হজরত ইসা (আঃ)কে গ্রহণ করে নাই, তদ্রূপ মুসলমানগণও হজরত ঈসা (আঃ) আকাশ হইতে নাজেল না হইলে মসিহ মাওউদ (আঃ) কে মানিবেনা!

ওম্মতে মোহাম্মদীয়া সম্বন্ধে একটি ভবিষ্যদ্বানী

হজরত রসুল করীম (দঃ) বলিয়াছেন ঃ—"নিশ্চয়ই আমার ওম্মতের উপর ঐ জমানা আসিবে যেরূপ বনি ইসরাইলগণের (ইহুদীগণের) উপর আসিয়াছিল। ইহারা তাহাদের পদে পদে চলিবে (পদানুসরণ করিবে)। এমন কি যদি কোন ইহুদী স্বীয় মাতার সহিত প্রকাশ্য ভাবে কুকর্ম্ম করিয়া থাকে, তবে আমার ওম্মতেও কোন লোক এমন হইবে যে এই কাজ করিবে। বনি ইসরাইলগণ ৭২ দলে বিভক্ত হইয়াছিল এবং আমার ওম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হইবে। ইহাদের এক দল ব্যতীত বাকী ৭২ দল জাহান্নামী হইবে।" "তিরমিজি ব-হাওয়ালা মিশকাত।"

নোট ঃ—হজরত রসুল করীম (দঃ) এর এই বিপদ সংকেতকারী ভবিষ্যদ্বানী পাঠ করিয়া প্রত্যেক মুসলমানের হুশিয়ার হওয়া কর্ত্তব্য এবং ৭৩ তম দলের মধ্যে কোন দলটি যে জান্নাতী হইবে ঐ দলের অনুসন্ধান করা ও উহাতে যোগদান করা কর্ত্তব্য। নতুবা পরকালে অনুতাপ করিতে হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

বহু এমন বন্ধু, যাঁহাদের নিকট এই সংখ্যা 'আহমদী" পৌঁছিবে, তাঁহাদের নিকট পরবর্ত্তী সংখ্যা পৌঁছিবে না। হাঁ যদি টাকা পাঠাইয়া দেন বা অসুবিধা থাকিলে পত্র দ্বারা অবহিত করেন, তবে পত্রিকা জারী রাখা হইবে।

ম্যানেজার "আহমদী"

মোট কথা, ভবিষ্যদ্বানীতে রূপকের ব্যবহার ইসলামের পূর্ব্বে ও ছিল এবং ইসলামেও রহিয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি ব্যক্তি বা জাতি এক গুয়েমী করিয়া ভবিষ্যদ্বানীর রূপক অর্থ গ্রহণ না করে তবে ঐ ব্যক্তি বা জাতির নিকট কোন কোন নবীর নবুয়ত ও টিকিবেনা যেরূপ হজরত ঈসা (আঃ) এর নবুয়ত ইহুদীগণ স্বীকার করিতেছে না। যদি ইহুদীগণ মালাকী নবীর ভবিষ্যদ্বানীর রূপক অর্থ গ্রহণ করিত তবে তাহাদের নিকট হজরত ঈসা (আঃ) নবী বলিয়া পরিগণিত হইতেন। মুসলমান গণের কর্ত্তব্য ইহুদী জাতির এই পদস্খলন দেখিয়া শিক্ষা লাভ করা। যদি ইহা না করে, তবে হজরত রসুল করীম (দঃ) এর উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী মুসলমানগণের পরিনাম ফল খুবই খারাপ হইবে। আর যদি ভবিষ্যদ্বানীর রূপক অর্থ গ্রহণ করে তবে ওম্মতে মোহাম্মদীয়ার প্রতিশ্রুত মসিহকে মান্য করিবার রাস্তায় "ইবনে মরিয়ম" এবং "নাজেল" শব্দ দ্বারা যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হইয়াছে উহা চিরতরে বিদুরিত হইয়া যাইবে।

"আফ্রিকাতে খৃষ্টান পাদরীগণের সহিত আহমদী মিশনারীগণের মোকাবেলা করা এবং বিজয়ী হওয়াতে নিশ্চয়ই আহমদী মিশনারীগণ জয়ধ্বনী প্রাপ্ত হইবার অধিকারী"

"খৃষ্টান পাদরীদের সহিত মোকাবেলা করা সাধারণ কথা নহে কেন না খৃষ্টান রাষ্ট্র সমূহ তাহাদের পৃষ্ঠপোষক

ইহার মোকাবেলায় আহমদী জামাত কোন রাষ্ট্রীয় শক্তি বা প্রশাস্ত সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত নহে

জামাত আহমদীয়ার মহান কৃতিত্বপূর্ণ তবলীগী কার্য্য সম্বন্ধে বিখ্যাত শিয়া পত্রিকা "রেজাকার" লাহোর এর জয়ধ্বনী।

"রেজাকার" লাহোর, ৮ই মে ১৯৬০ ইং।

মুসলমান সমাজের আভ্যন্তরিণ অবস্থা

হজরত ইমাম মাহদী (আঃ) বলিয়াছেন ঃ—

"ইসলামের ভিতরকার অবস্থা এই যে, প্রকৃত তৌহীদের স্থলে অসংখ্য প্রকারের শেরক বেদাতের সৃষ্টি হইয়াছে। পূণ্য কর্ম্মের স্থলে কতিপয় সামাজিক কুপ্রথা বিরাজ করিতেছে মাত্র। পীর পূজা ও কবর পূজা এতদূর পৌঁছিয়াছে যে, ইহাকে একটি নূতন শরিয়ত বলা যাইতে পারে। আমার দাবী যে কি তাহা না বুঝিয়াই লোকে বলে যে আমি নবুয়তের দাবী করিয়াছি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহারা নিজেদের ঘরের কথা ভাবিয়া দেখেনা। যাহারা এইরূপে নূতন শরীয়ত সৃষ্টি করিয়াছে তাহারাই তো নবুয়তের দাবী করিয়াছে। সাজ্জাদা নশীন ও গদ্দী নশীন পীর সাহেবান তাহাদের মুরীদগণকে যে সকল "দরুদ" ও "অজিফা" শিক্ষা দেন, ঐগুলি কি আমার রচিত? আমি তো হজরত রসুল করীম (দঃ)এর শরিয়ত ও সুন্নতের উপর চলি এবং উহার উপর বিন্দু মাত্র বৃদ্ধি করাকে কোফর বিবেচনা করি।" "তবলিগে হক।"

তসবিহ ও তহমিদ গণনা করিয়া পাঠ করা

হজরত মোসলেহ মাওউদ (আইঃ)

হজরত মৌলভী আবদুর রহীম নাইয়্যার (রাঃ) একদিন হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) এর খেদমতে প্রশ্ন করিলেন :—"কিছুদিন পূর্ব্বে হুজুর এক জুমা'র খোৎবায় বলিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক আহমদীর পক্ষে দৈনিক ১২ বার ছুবহানাল্লাহে ওয়া বেহামদিহি ছুবহানাল্লাহিল আযীম এবং ১২ বার দরূদ শরীফ পাঠ করা কর্ত্তব্য এই গণনার মধ্যে কি কোন হেকমত রহিয়াছে, না'কি মানুষের মধ্যে অভ্যাস সৃষ্টির জন্য ইহা বলা হইয়াছিল।"

উত্তরে হুজুর (আইঃ) বলিলেন :— "আমি ১২ সংখ্যা এই জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিয়াছি যে, আজকাল অধিকাংশ বস্তু ডজন হিসাবে গণনা করা হয় এবং হাতের আঙ্গুলেও বারটি দাগ রহিয়াছে যদ্বারা মানুষ সহজে এই গণনা পূর্ণ করিতে পারে। আমার উদ্দেশ্য এই নয় যে, ১২ হইতে অধিকবার দরুদ শরীফ ও তসবিহ পাঠ করিতে হইবে না বা করা অনুচিৎ।

একটি স্থিরিকৃত সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিবার উদ্দেশ্য এই যে ইহা ন্যূনতম জিকর (আল্লাহর স্মরণ), যাহা মানুষকে করিতে হইবে। যদি কোন ব্যক্তি ১২ বার দরুদ শরীফ এবং ১২ বার ছুবহাল্লাহে ওয়া বেহামদিহি ছুবহাল্লাহিল আযীম পাঠ করে তবে তাহার প্রতি ইহা বোঝা স্বরূপ হইবে না। তারপর যখন ক্রমশঃ সে ইহার স্বাদ পাইতে থাকিবে তখন ১২ হইতে ২৪ এবং ২৪ হইতে ৩৬ এবং যত অধিক বার খুশী পাঠ করিতে পারে। ইহা প্রত্যেকের ইচ্ছাধীন

প্রকৃত কথা এই যে, বিনা হিসাবের জিকর এর মধ্যেও সৌন্দর্য্য নিহিত আছে এবং হিসাবের সহিত জিকর এর মধ্যেও সৌন্দর্য্য নিহিত আছে। হিসাবের সহিত জিকর এর মধ্যে এই সৌন্দর্য্য রহিয়াছে যে মানুষ এই সম্বন্ধে চেষ্টা করিতে থাকে যে, আমি এতবার জিকর নিশ্চয়ই করিব এবং বিনা হিসাবে এই সৌন্দর্য্য যে, মানুষ স্বীয় প্রিয়ের মহব্বতের তাগিদে অহঃরহঃ তাঁর নাম জপ করিতে থাকে। সুতরাং উভয় প্রকার জিকর এর মধ্যেই সৌন্দর্য্য আছে।

প্রকৃত পক্ষে তসবিহ ও তহমিদ এমন বস্তু যাহা মোমেনের অন্তর হইতে সর্ব্বদা বাহির হইতে থাকে। আহার করিবার সময়, পানি পান করিবার সময়, বস্ত্র পরিধান করিবার সময়, উঠা বসা, চলা ফেরা প্রভৃতি প্রত্যেক সময় খোদাতালার প্রতিনিবিষ্ট থাকে এবং কথায় কথায় তাহার মুখ হইতে ছুবহানাল্লাহে ওয়া বেহামদিহি ছুবহানাল্লাহিল আযীম বহির্গত হইতে থাকে। এইরূপে যদি কেহ হিসাবের সহিত ও জিকর করে তবুও তাহার জিকর বিনা হিসাবে পরিণত হয় এবং উহাই প্রকৃত জিকর। আর যে জিকর এর জন্য ২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে থাকে যে সময় আসিলে জিকর করিব ঐ জিকর জিকর বলিয়া কথিত হইতে পারে না। জিকর উহাই যাহা সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় মানুষের মুখে জারী থাকে।

"আলফজল ২২।৫।৬০ ইং।"

কলম ধরুন

বর্ত্তমান যুগ, কলমের যুগ। যে জাতির কলম শক্তিশালী, ঐ জাতিও শক্তিশালী। যে জাতির কলম দুর্ব্বল, ঐ জাতিও দুর্ব্বল। প্রত্যেক আহমদী অবগত আছেন যে, হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) "সুলতানুল কলম" বা "কলম সম্রাট" ছিলেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালী আহমদী ভ্রাতাগণ এই বিষয়ে পশ্চাৎগামী। বলিতে বা লিখিতে লজ্জা অনুভব করি, আমাদের যুবকগণ এই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন না যে, আমাদের মধ্যে যে কয়জন লিখক ছিলেন তাঁহাদের দুইজন এখন পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী আর ৩।৪ জন যাহারা এখানে আছেন তাঁহাদের প্রত্যেককে মানুষ বৃদ্ধ বলিয়া থাকে। আর একজন যিনি আমাদের গৌরবের বিষয় বস্তু, তাঁহারও চুল দাড়ী সাদা রং ধারণ করিতেছে। এমতাবস্থায় ও যদি যুবকগণ জড়তা পরিত্যাগ না করেন তবে উপায় হইবে কি ?

পূর্ব্ব পাকিস্তান আঞ্জুমন আহমদীয়ার ঘোষণা

১। পূর্ব্ব পাকিস্তানের আহমদীয়া মক্তব সমূহ বৎসরে এক মাস গ্রীষ্মকালীন ছুটি পাইবে। প্রাদেশিক আঞ্জুমনের কার্য্যকরী কমিটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে প্রতি বৎসর ১০ই মে হইতে ১৫ই জুন পর্য্যন্ত মক্তবগুলি গ্রীষ্মকালীন ছুটি ভোগ করিবে।

২। নিম্নলিখিত মোকামী আঞ্জুমন সমূহের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্ম্মকর্ত্তাগণের ইলেকশন বহুদিন যাবৎ হইতেছে না। এই জন্য রাবওয়া হইতে বার বার তাকিদ আসিতেছে। এতদ্বারা প্রত্যেক আঞ্জুমনের প্রেসিডেন্ট সাহেবকে অনুরোধ করা যাইতেছে যেন তিনি ৩০শে জুন ১৯৬০ সন অর্থাৎ ১ মাসের মধ্যে তাহার আঞ্জুমনের কর্ম্ম কর্ত্তা নির্ব্বাচন করিয়া প্রাদেশিক আমির সাহেবের খেদমতে ৪নং বক্সি বাজার রোড, ঢাকার ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন। যাহাদের ৬ মাসের অধিককালীন চাঁদা বাকী পড়িয়াছে তাহাদিগকে ভোটার লিষ্ট ভুক্ত করিবেন যদি তাহারা আমির সাহেবের বরাবর দরখাস্ত লিখিয়া দেন যে তাহারা এখন হইতে বকেয়া চাঁদা কিছু কিছু আদায় করিতে থাকিবেন। এবং হাল চাঁদা রীতিমত দিতে থাকিবেন। যাহারা অত্যন্ত অভাব গ্রস্ত তাহারা কতক বকেয়া চাঁদা আদায় করিয়া বাকী অংশ মাপ লইবার জন্য দরখাস্ত করিবেন।

আঞ্জুমন সমূহের নাম

১। রেকাবী বাজার, ২। সুলতানপুর, ৩। কুমিল্লা, ৪। ভাদুঘর, ৫। নাটাই, ৬। খরমপুর ৭। বিষ্ণুপুর, ৮। চরদুখিয়া ৯। ঘাটুরা, ১০। ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১১। সাহাবাজপুর, ১২। কামালপুর, ১৩। জামালপুর, ১৪। বড়গাঁও ১৫। পাগুলিয়া, ১৬। ময়মনসিংহ, ১৭। গাইবান্ধা ১৮। রংপুর, ১৯। শ্যামপুর, ২০। নিলফামারী ২১। দিনাজপুর, ২২। মুরিয়ালা, ২৩। পঁচাগড়, ২৪। পার্ব্বতীপুর, ২৫। ঈশ্বরদী ২৬। উথলী, ২৭। দৌলতপুর, ২৮। কুষ্টিয়া।

কে, আর, খাদেম
জেনারেল সেক্রেটারী ই, পি, এ, এ

আবরাহার কা'বা গৃহ ধ্বংশের অপচেষ্টা

সুরাতুলফীলের তফসির

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হজরত আবদুল মোত্তালেব আবরাহার সহিত কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মক্কায় আসিয়া তিনি মক্কাবাসীকে একত্রিত করিয়া আবরাহার সহিত যে আলাপ আলোচনা হইয়াছে উহা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়া বলিলেন, আবরাহার আক্রমন সুনিশ্চিত। এমতাবস্থায় আমার উপদেশ এই যে, তোমার সকলেই নিজদের বাড়ী ঘর পরিত্যাগ করিয়া পাহাড়ের শৃঙ্গোপরি গিয়া আশ্রয় গ্রহণ কর। তারপর আবরাহার যাহা করিবার আছে করুক এবং খোদাতা'লার কর্ত্তৃত্ব ও প্রকাশিত হউক। এই বলিয়া তিনি কতিপয় কোরেশ বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া কা'বা গৃহের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অন্তরে ভাবাবেশ ছিল, উত্তাপও দগ্ধ ছিল। তিনি কা'বা গৃহের দরজা খুলিবার কপাট ধরিয়া এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন।

"লাহুম্মা ইন্নাল আব্দা ইয়ামনাউ—রাহলাহু ফামনা হালালাকা। লাইয়াগবান্না ছালীবুহুম ওয়ামেহালুহুম গুদায়ান মেহালাকা" অর্থাৎ, হে আমার রাব! যখন কোন বান্দার ঘর কেহ লুণ্ঠন করিতে আসে তখন সে ব্যক্তি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয় এবং কাহাকেও আপন ঘর লুট করিতে দেয়না। হে আমার রাব! উহা তাহার নিজস্ব ঘর হইয়া থাকে। উহাতে সে স্বয়ং এবং তাহার স্ত্রী পরিজন বাস করে। কিন্তু এই ঘরটি এমন যে সম্বন্ধে তুমি দুনিয়া বাসীকে বলিয়াছ, আস এবং এখানে এবাদত কর। সুতরাং তোমার নিকট আবেদন, তুমিও এই ঘরের হেফাজত কর এবং শত্রুর আক্রমন হইতে রক্ষা কর।

হে আমার রাব! আগামী কল্য আবরাহা তাহার ক্রুশ, সৈন্য সামন্ত ও যাবতীয় রণ-সম্ভার লইয়া এই ঘর ধ্বংস করিতে আসিবে। হে খোদা! তাহার ক্রুশ সমূহ, সৈন্য সামন্তও রণ শক্তি যেন আগামী কল্য তোমার কুদরত, তদবির ও শক্তির উপর বিজয়ী না হয়।" এই বলিয়া হজরত আবদুল মোত্তালেব কোরেশগণকে সঙ্গে লইয়া পাহাড়ে চলিয়া গেলেন এবং আবরাহার আক্রমনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে আবরাহা আপন সৈন্যগণকে প্রস্তুত হইবার আদেশ করিল। সে ঘোষণা করিল যে, প্রথম হস্তী সকল, তার পর সৈন্যদল রওয়ানা হউক। কিন্তু যখন হাতী বাহির করিতে গেল তখন হস্তী দলের সর্দার মাহমুদ নামক হস্তী চলিতে অস্বীকার করিল এবং বসিয়া পড়িল। এখানে সমস্ত ঐতিহাসিক এক মত যে, যখন মাহমুদ নামক হস্তীকে মক্কাভিমুখে চালাইতে চেষ্টা করা হইত, তখন সে বসিয়া পড়িত। সৈন্য দলে যেরূপ সর্দার থাকে এবং সৈন্যগণ নিজ দলে অধিনায়কের অধিনে তাহার আদেশানুযায়ী কাজ করিয়া থাকে তদ্রূপ হস্তীগণ ও তাদের সর্দার হস্তীর আজ্ঞাবহ হইয়া থাকে। মোট কথা হস্তী দলের সর্দারকে উঠাইবার জন্য যাবতীয় চেষ্টা প্রচেষ্টা করা হইল, কিন্তু সমস্ত চেষ্টা ব্যার্থ হইল। তাকে উঠাইবার যাবতীয় অস্ত্র, যেরূপ :—নেজা, খুরপী, কাঁটা ইত্যাদি ব্যবহৃত হইল। কিন্তু সে উঠিলনা। তারপর যখনই অধিক যন্ত্রণা বোধ করিত তখন চিৎকার করিয়া উঠিলেও মক্কাভিমুখে চালাইবার চেষ্টা করিলেই বসিয়া পড়িত। এই রূপে আবরাহার সৈন্য দলের প্রস্থানের ব্যাপারে বিলম্ব হইল। ইতি মধ্যে আবরাহার নিকট সংবাদ পৌঁছিল যে, সৈন্য দলে কোন কোন সৈন্যের শরীরে বসন্ত রোগ দেখা দিয়াছে। বসন্ত রোগ আবিসিনিয়ার খাছ রোগ ছিল এবং ইহা আবিসিনিয়া হইতেই অন্যান্য দেশে প্রসারিত হইয়াছে। যেহেতু মক্কাবাসীগণ তখন মক্কা পরিত্যাগ করিয়া পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ছিল এবং এক মাত্র খোদাতা'লা ভিন্ন অন্য শক্তি কা'বা গৃহকে রক্ষা করিবার মত ছিল না। কাজেই খোদাতা'লা স্বয়ং এই কাজ

(৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নামাজ শিক্ষা ও ২৭শে মার্চ্চের সওগাত

যে সমস্ত বন্ধু নামাজ শিক্ষা ও ২৭শে মার্চ্চের সওগাতের অর্ডার পাঠাইয়াছেন তাঁহারা অবগত হউন যে, নামাজ শিক্ষা প্রেস হইতে বাহির না হওয়াতে ২৭শে মার্চ্চের সওগাত ও পাঠানো হয় নাই। কারণ পৃথক ভাবে পাঠাইতে গেলে খরচ অধিক পড়িবে। আশা করি এই সংখ্যা "আহমদী" পেঁৗছিবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনাদের পার্শ্বেল ও পেঁৗছিবে।

নিবেদক—আহসান উল্লাহ সিকদার।

পাঠ করুন। পাঠ করুন ॥

হজরত মির্জা বশির আহমদ সাহেব এম, এ, লিখিত।

তরবিয়তী মজামীন পাঠ করুন

এতে পাবেন অনেকগুলা সমস্যার সমাধান যেরূপ :—

জীবন বীমা সম্বন্ধে ইসলামী অসুল—

তকদীর সম্বন্ধে অসুলী নোট—

তকদীর সম্বন্ধে ...এর প্রশ্নের উত্তর ইত্যাদি—

প্রাঞ্জল উর্দ্দু ভাষায় লিখিত ৩০৪ পৃষ্ঠার বই।

মূল্য মাত্র ২৸০ আনা ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তি স্থান :—আতালিক পাবলিশার্স

আতালিক মঞ্জিল, আহমদ নগর,

জিঃ ঝঙ্গ, পশ্চিম পাকিস্তান।

Ataliq Publishers, Ataliq Manzil.
Ahmad Nagar. Dist. Jhang. W. Pak.

আবরাহার কা'বা গৃহ ধ্বংশের অপচেষ্টা

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

হাতে নিলেন। কিন্তু উহা কিরূপে? হাবসী জাতির ধ্বংশ কারী বসন্ত রোগ রূপে। আবরাহার নিকট সংবাদ পৌঁছিল, সৈন্যগণের মধ্যে বসন্ত রোগ দেখা দিয়াছে, এবং হাতী পূর্ব্ব হইতেই উঠিতেছিলনা। অতএব আবরাহা চিন্তিত হইয়া পরিল ও ঐদিন মকাভিমুখে যাত্রা করা বন্ধ রাখা হইল। এই সম্বন্ধে ইতিহাসে বিস্তারিত বিবরণ না থাকিলে ও এত টুকু জানা যায় যে, ঐদিন মকাভিমুখে প্রস্থান বন্ধ রাখা হইয়াছিল। ঐদিন অপরাহ্ন ও পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সৈন্যদের মধ্যে সহস্র সহস্র লোক বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া ছটফট করিতে লাগিল এবং তৃতীয় দিন তাহাদের মধ্যে মৃত্যু ও আরম্ভ হইয়া গেল। এই ঘটনার পূর্ব্বে আরবে কাহারো বসন্ত রোগ হয় নাই এবং আরবগণ জানিত না যে, বসন্ত রোগ কি প্রকারে হইয়া থাকে। তায়েফের মন্দিরের মর্য্যাদা বৃদ্ধি ও আবরাহার মনস্তুষ্টির নিমিত্ত যে সমস্ত তায়েফবাসী আবরাহার পথ প্রদর্শক স্বরূপ তাহার সহিত যোগদান করিয়াছিল। উহাদের মধ্যে ও বসন্ত দেখা দিল। উহারা বুঝিতে পারিল যে, কা'বা গৃহের প্রকৃত রক্ষক খোদাতালার পক্ষ হইতে এই গজব নাজেল হইয়াছে। আবরাহার সৈন্য দলে যখন এই রোগের প্রচণ্ডতার দরুণ হা হুতাশ ও চিৎকারের রোল পড়িল তখন যে সমস্ত পথ প্রদর্শক আরব তখনও সুস্থ শরীরের ছিল তাহারা এই রোগকে খোদাই আজাব মনে করিয়া পলায়ন করিল। প্রকৃত পক্ষে উহা আজবই ছিল, এবং বসন্ত রোগের ন্যায় সংক্রামক রোগের ডিপো হইতে পলায়ন করা ব্যতীত তাহাদের জন্য অন্য উপায় ছিল না।

এখানে চিন্তা করিবার বিষয় এই যে, যে সৈন্য দলে কাহারো মতে বার হাজার আবার কাহারো মতে বিশ হাজার সৈন্য ছিল। ঐ বিশ হাজার সৈন্য সমবেত ক্যাম্পে যদি সহস্র সহস্র সৈন্য বসন্তের ন্যায় মহামারিতে আক্রান্ত হয় এবং লোক মরিতে ও থাকে, তবে ঐ ক্যাম্পের আভ্যন্তরিণ অবস্থা কেমন হইতে পারে? প্রত্যেকেই যে ইহাকে আজাব কুণ্ড বলিবে ইহাতে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই। আরও বড় বিপদ ছিল এই যে, তাহাদের পথ প্রদর্শক গণ পলায়ন করাতে তাহাদের মধ্যকার সুস্থ ব্যক্তিদের পক্ষেও পলায়ণ করিয়া প্রাণ বাঁচাইবার উপায় ছিল না। কারণ মকার চতুর্দ্দিক আবাদবিহীন উপত্যকা, অধিত্যকা ও পাহাড়ে পরিপূর্ণ। রাস্তা ও খুব পেচালো। কোন্ পথ কোন্ দিকে যায় তাহা বলিবারও লোক ছিল না। তারপর য়্যামন কোন্ দিকে অবস্থিত তাহাও তাহারা জানিত না। এমতাবস্থায় পলায়ন করা ও ভয়ানক কষ্টকর ছিল। এরি মধ্যে যাহারা ক্যাম্প পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল তাহাদের কেহ য়্যামনের পরিবর্ত্তে মদিনার রাস্তায় কেহ নজদ এর রাস্তায়, কেহ অন্য কোন রাস্তায়, অর্থাৎ এদিক সেদিক বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল।

ক্রমশঃ।

মহা সুসংবাদ

ঘরে বসিয়া মানুষকে হজরত ইমাম মাহদী (আঃ) সম্বন্ধীয় যাবতীয় দলিল দ্বারা আপ্যায়িত করিতে চাহিলে আজই লিখুন মহা সুসংবাদের জন্য। সঃ, আঃ।

কেন এত প্রাকৃতিক দুর্যোগ

(জনাব আবু আহমদ গোলাম আম্বিয়া বি, এ, ষ্টুডেন্ট)

মানব মন চির জিজ্ঞাসু। এর জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানবের সামনে যতবার যত সমস্যাই দেখা দিয়েছে মানবের জিজ্ঞাসু মন তত বারই তাকে জানার জন্য তাকে বুঝার জন্য ও তার সমাধানের জন্য প্রশ্ন করে এসেছে। মানব মনের জিজ্ঞাসার ধারা আজো অব্যাহত। তাই দেখছি এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণও প্রতিটি মানব আকুল হয়ে অনুসন্ধান করছে। মানব মন আজ জিজ্ঞাসার মেঘ জালে ছাওয়া। সে আজ কোথাও তার জিজ্ঞাসার উত্তর খুজে পাচ্ছেনা। বিশ্বের এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ খুজে খুজে সে আজ হয়রাণ। এ বিশ্ব প্রকৃতি যে আজ তার রুদ্রমূর্ত্তি নিয়ে মানবতাকে সংহার করতে আসছে তা থেকে বাঁচার পথ অনুসন্ধান করতে করতে সে আজ ব্যাকুল।

হাদিসে আছে কেয়ামতের দিনে তৃষ্ণাকাতর হয়ে দোজখীরা যখন ঠাণ্ডা পানি চাবে তখন এমন ঠাণ্ডা পানি তাদেরকে দেওয়া হবে যে তাতে দাত পর্য্যন্ত পড়ে যায়। আবার যখন গরম পানি তারা চাবে তখন এমন গরম পানি তাদেরকে দেওয়া হবে যে নাড়ী পর্য্যন্ত গলে যায়।

আজও এই বিশ্ব প্রকৃতি মানবতার সাথে যেন দোজখীদের অনুরূপ ব্যবহার আরম্ভ করেছে। মানুষ যখন তার প্রয়োজনে পানি কামনা করে তখন প্রকৃতি দেবী এত প্রসন্ন হয়ে যান যে বন্যা নিয়ে দেশকে দেশ ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে ঘর বাড়ী হারা করে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে ফেলে তবে ক্ষান্ত হন। আবার যখন রৌদ্রের প্রয়োজন মানুষ অনুভব করে তখন মাতণ্ড দেব এমন অগ্নিনৃত্য আরম্ভ করে দেন যে ক্ষেতের সমস্ত ফসল ও প্রকৃতির সমস্ত গাছ পালা এক ঠাই দাড়িয়ে মরতে আরম্ভ করে দেয়।

স্বীয় নিরোধ শক্তির বাইরে প্রকৃতির এ রুদ্র লীলায় মানব আজ বড় ক্লান্ত, বড় কাতর। জীবনের পথে আজ তাই সে অতি নিরাশ। তার ব্যাকুল জিজ্ঞাসা আজ আকাশ বাতাসকে ভরে তুলেছে। কিন্তু কোথাও যে তার জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর যেন খুজ পাচ্ছে না।

আমরা শুনেছি যে স্রষ্টার ইঙ্গীত ছাড়া নাকি এ প্রকৃতির একটি গাছের পাতাও ঝরে না। যদি তাই হয় তাহলে এ প্রকৃতির রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করে মানবতাকে সংহার করার জন্য ছুটে আসার পেছনে ও কি স্রষ্টার কোন ক্রোধ ইঙ্গীত বর্ত্তমান রয়েছে? চলুন পাঠক কোরান শরীফ আমাদেরকে এ ব্যাপারে কি বলে দেখি। আল্লাহতালা কোরআন শরীফে বলেন—"অমাকুন্না মুয়াযযেবীন হাত্তা নাব আছা রাসুলা।" অর্থাৎ দুনিয়াতে কোন রসুল বা সাবধানকারীকে না পাঠিয়ে আমি গজব অবতীর্ণ করিনা। সৃষ্টির আদিকাল থেকে আল্লাহতালার সুন্নতে কাদিম চলে আসছে যে জগতের মানবতা যখনই বিপথগামী হয়, জগত যখন পাপের গ্লানিতে ভরে যায় এবং মানব যখন তার জীবনের আসল স্রষ্টাকে হারিয়ে ফেলে তখন আল্লাহতালা যুগে যুগে তাঁর মহাপুরুষকে পাঠিয়ে জগতকে পাপের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে পুণ্যের আলোকে তাঁর মিলনের পথে পরিচালিত করেন। কিন্তু জগতের মানবতা অন্ধ হয়ে আল্লাহতালার সে মহা পুরুষের বিরুদ্ধে লেগে লেগে যায়। আল্লাহতালা তাঁর মহা পুরুষের মারফত জগতবাসীকে এক দিকে সাবধানের বাণী ও অপর দিকে শুভ সংবাদের বার্ত্তা শুনান।

কিন্তু তারপরও যখন অন্ধ মানুষ আল্লাহ তালার মহাপুরুষের বিরুদ্ধাচরণের সীমাকে অতিক্রম করে চলে যায় তখন আল্লাহতালা তাঁর কাহহারিয়ত বা গজবের মূর্ত্তি নিয়ে এসে তাঁর মহাপুরুষের পাশে দাড়ান এবং তাকে নিয়ে বিজয়ী হন। অতীত নবীদের ইতিহাস তার জলন্ত প্রমাণ। কিন্তু আল্লাহতালা শাস্তি প্রদানে ধীর। তাঁর বান্দা যখন তাঁর দিকে ফিরে যায় তখন তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন।

আজো আমরা আল্লাহতালার সেই সুন্নত কাদিমেরই প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি। আজ থেকে ৭০ বৎসর আগে জগতের মানবতা যখন স্রষ্টাকে ভুলে পাপের চরম অন্ধকার পথে লক্ষ্যচ্যুত ও দিক বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটে ছিল সেই সময় আল্লাহতালা তাঁর এক মহা পুরুষকে তাঁর তরফ থেকে সাবধানের বাণী ও শুভ বার্ত্তা দিয়ে এমানবতায় উদ্ধার কল্পে আঠিয়েছিলেন। তাঁর পবিত্র নাম হজরত মির্জা গোলাম আহামদ (আঃ)। তিনি এসেছিলেন দ্বন্দ্বরত সকল জাতি ও ধর্ম্মগুলোকে এক জাতি ও ধর্ম্মে রূপান্তরিত করে এক মহা জাতির সৃষ্টির দ্বারা জগতের দ্বন্দ্বের সমস্যার সমাধান করতে, তিনি এসেছিলেন পতিত কলুষিত মানবতাকে পুণ্যের আলোকে স্রষ্টার মিলন নিকেতনে নিয়ে যেতে।

তিনি জগতের সকল নবীদের প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলেন ইসলাম বা শান্তির পতাকা তলে এ বিভ্রান্ত মানবতাকে সমবেত করে এ ধরাতে স্বর্গ রাজ্য কায়েম করার জন্য। কিন্তু জগতের মানুষ তাঁর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছিল এবং আজো লেগে আছে।

তিনি নজির (সাবধানকারী) হয়ে জগত বাসীকে বার বার সাবধান করেছিলেন। কিন্তু জগতের মানুষ তাঁর সেই সাবধান বাণীতে কর্ণপাত করেনি।

আজ থেকে ৭০ বৎসর আগে তিনি পৃথিবীর সকল জাতিকে সাবধান করে বলে ছিলেন "জগতে বহু পাপ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এক গোপন ইচ্ছা বহুদিন পর্য্যন্ত সেই সব পাপ নীরবে সহ্য করিয়া আসিয়াছেন কিন্তু এখন তিনি আর তাহা সহ্য করিবেন না। এখন তিনি তাঁর রুদ্র মূর্ত্তি লইয়া জগতে অবতীর্ণ হইবেন। তওবা কর আল্লাহতালা শাস্তি প্রদানে ধীর।" তিনি আরও বলেছেন "হে

(ইহার পর ৭ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জলসা সালানা বাবত চাঁদা

আহমদীয়া সেলসেলার অন্যান্য অবশ্য দেয় চাঁদার মধ্যে জলসা সালানার চাঁদাও একটি বিশেষ চাঁদা। বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ অন্যান্য অবশ্য দেয় চাঁদার তুলনায় জলসা সালানার চাঁদাও অধিকতর আদায় হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহা সত্বেও জলসা সালানা বাবত যে খরচ হইয়া থাকে তাহার তুলনায় এই চাঁদার আদায় কম হয়। ফলে প্রত্যেক বৎসরই জলসার খরচ অন্যান্য চাঁদা হইতে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে এবং তদ্দরুণ সেলসেলার অন্যান্য কার্য্যের ক্ষতি হইয়া থাকে। এই চাঁদার আদায় কম হইবার দুইটি কারণ দেখা যাইতেছে

প্রথমতঃ বিভিন্ন স্থানের জমাত সমূহ এই চাঁদা সাধারণতঃ বাৎসরিক জলসার ২।১ মাস পূর্ব্বে আদায় করিতে আরম্ভ করে কিন্তু জমাতে এমন অনেক আছেন যাঁ হারা ইতিমধ্যে এই চাঁদা সম্পূর্ণ আদায় করিতে সক্ষম হন না এবং জলসার শেষে হইতে আদায়ের দিকে তাহাদের তত লক্ষ্যও থাকে না। এই কারণেও জলসার চাঁদা কম আদায় হয়।

সুতরাং নেজারতে বয়তুলমাল সমস্ত আহমদী জমাতকে এই উপদেশ দিতেছে, তাহারা যেন চলিত সনের প্রথম হইতেই জলসা সালানা বাবত চাঁদা আদায় করিতে বদ্ধ পরিকর হন।

দ্বিতীয়ঃ, এই চাঁদা বাবত কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণাও আছে, যথাঃ—(১) কেহ কেহ মনে করেন যে অসিয়তকারীদের জন্য এই চাঁদা আদায় করা 'ওয়াজেব' বা আবশ্যক নহে।

২) কোন কোন জমাত ইহাকে অবশ্য দেয় চাঁদা মনে করেন না। সুতরাং জমাতের কর্ম্ম কর্ত্তাগণ স্থায়ী মেম্বারদের নিকট হইতে এই চাঁদার জন্য নিয়মিতরূপে চেষ্টা করেননা।

৩) কেহ কেহ মনে করেন যে, যাহারা চাঁদায়ে আম সম্পূর্ণ আদায় করিয়া দেন তাহাদের জন্য এই চাঁদা আদায় করা তত আবশ্যক নহে।

৪) কর্ম্ম কর্ত্তাগণের মধ্যে কেহ কেহ এইরূপ ধারণাও পোষণ করেন যে যেহেতু জলসা সালানার কাজ সুচারুরূপে সুসম্পাদিত হইয়া থাকে, সুতরাং যদি কোন জমাত এই চাঁদা সম্পূর্ণ আদায় না করিয়া শত করা ৬০।৭০৲ টাকা হারে আদায় করিয়া দেয়, তবুও যথেষ্ট ইত্যাদি ইত্যাদি।

উল্লিখিত ভ্রান্ত ধারণা দুরীভূত করিয়া ১৯৩৮ ইং সনের মজলিসে মোশাবেরাতের ফয়সলা এবং এই বাবত হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহর (আইঃ) নির্দ্দেশাদির কতক অংশ দৈনিক আলফজল পত্রিকা চলিত সনের ২৮শে এপ্রিলের সংখ্যায় এবং আহমদী পত্রিকার ২২শে মে ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

আমার মতে হজরত আমীরুল মোমেনীনের (আইঃ) নির্দ্দেশাদি * উপরোক্ত সকল প্রকার ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়া দেয়। তবুও যদি জমাতের কাহারো মনে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে, তবে ইহা নেজারতে বয়তুল মালের নিকট উল্লেখ করিতে পারেন। অন্যথায় ইহা কখনো ন্যায় সঙ্গত হইতে পারেনা যে কোন ব্যক্তি বিশেষ বা জমাত এইরূপ সন্দেহ প্রকাশ ও করে না এবং এই চাঁদাও হার মতে আদায় করিতে চাহেন না।

যাহা হউক আমি আশা করি সকল স্থানের সকল আহমদী জমাত চলিত সনের প্রথম হইতেই জলসা সালানা বারত চাঁদা আদায় করিতে আরম্ভ করিবেন যেন বাৎসরিক জলসার পূর্ব্বেই এই চাঁদা সম্পূর্ণ আদায় হইয়া যায়। অবশেষে আমি ইহাও আশা করি যে কোন জমাতই এই চাঁদার সম্পূর্ণ আদায়ের জন্য কোনরূপ বাধ্যবাধকতার প্রচেষ্টা অবলম্বন করিতে নেজারতে বয়তুল মালকে বাধ্য করিবে না।

নিবেদক—আবদুল হক রামা.
নাজের বয়তুল মাল
সদর আঞ্জোমনে আহমদীয়া, রবোয়া।

* জমাতের মেম্বারগণ নির্দ্দেশাদি "আলফজল" বা "আহমদী" পত্রিকা হইতে পাঠ করিবেন।

কেন এত প্রাকৃতিক দুর্যোগ

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

হে ইউরোপ তুমিও শান্তিতে নহ, হে এশিয়া তুমিও নিরাপদ নহ, হে দ্বীপবাসীগণ কোন কল্পিত খোদা সেই দিন তোমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না,' হে ভারত তোমারও বিপদের পালা ঘনাইয়া আসিয়াছে, আমি তোমার বিপদ মালাকে তোমার দরওজার সামনে অবলোকন করিতেছি।" এই ভাবে তিনি জগতবাসীকে লক্ষ্য করে আজ থেকে প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে বলেছিলেন "আমি জন বহুল স্থানগুলিকে জন বিরল দেখিতেছি; আমি সহরগুলিকে ধ্বসিয়া পড়িতে দেখিতেছি।' তিনি আরো বলেছেন, "নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসিবে। সংসার সমুদ্রে যে মহা ঝড় উঠিতেছে তাহাতে কোন নৌকাই ভাসিবে না শুধু আল্লামুখী কয়টি তরীই বাচিয়া থাকিবে।" আজ থেকে প্রায় ৬৫ বৎসর পূর্ব্বে আল্লাহতালা হজরত মির্জা গোলাম আহমদ (আঃ)কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "আয় আহমদ মায় ওয়ার আওর হামলাও ছে তেরে ছায়ায়ী জাহের কাছোজা। অর্থাৎ হে আহমদ আমি প্রবল পরাক্রমে জগতকে আক্রমণ করব এবং তোমার সত্যতা প্রকাশ করব।

এই ভাবে হাজার হাজার জাগতিক ও নৈসর্গীক দুর্যোগের ভবিষ্যতবানী লাভ করে তিনি জগতবাসীকে জানিয়েছেন এবং সেগুলোর প্রত্যেকটি আজ একে একে পূরণ হতে চলেছে। আজ থেকে প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি নূহের যুগের ছবি জগতবাসী দেখবে বলে যে ভবিষ্যতবানী করেছিলেন তা গত কয়েক বৎসরে দুনিয়ার প্রায় সকল দেশের মানুষই দেখেছে। এই ভাবে লুতের যুগের গজবের দৃশ্য ও দুনিয়ার মানুষ অবলোকন করেছে।

তিনি চেয়েছিলেন জগতের মানবতাকে আল্লাহতালার নির্দ্দেশিত শান্তির পথে নিয়ে যেতে কিন্তু মানুষ তার বিরুদ্ধাচারণ করে আল্লাহতালার ক্রোধও অভিসাপকে ক্রয় করেছে। তাই বিশ্ব প্রকৃতি আজ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তী নিয়ে বিভিন্ন ভাবে জগতের মানবতাকে সংহার করার জন্য পাগল হয়ে ছুটে আসছে। একটার পর একটা করে জগতের বিপদ রাশি বেড়েই চলেছে। পুরাতন বিপদের পর নূতন বিপদ দেখা দিচ্ছে। সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে যেন ধ্বংস নৃত্যের নিরোধ মানব শক্তির বাইরে। আজ এই প্রকৃতি কেবল শান্ত হতে পারে যদি জগতের মানবতা তাদের অন্যায়কে ছেড়ে দিয়ে আল্লাহতালার এই মহা পুরুষের ডাকে সাড়া দেয়।

সুতরাং আসুন বন্ধুগণ আল্লাহতালার মহা পুরুষ আপনাদের মুক্তির উপহার নিয়ে এই সকল মুখর ব্যস্ত দুনিয়ার আড়ালে দাড়িয়ে গম্ভীর সুরে ডাকছেন তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে স্রষ্টার মিলন নিকেতনে চলুন। জগতের সমস্ত দুর্যোগ নীরবে থেমে যাবে।

জনাব মাওলানা আবুল আতা সাহেবের সফর

আহমদীয়া জামাতের সনামধন্য আলেম, ফেলিস্তিন ও মিশরের ভূতপূর্ব্ব মিশনারী, আলবুশরার (আরবী) ভূতপূর্ব্ব এবং আল ফোরকানের (উর্দ্দু) বর্ত্তমান সম্পাদক, তালিমুল ইসলাম কলেজের এরাবিক প্রফেসার জনাব মওলানা আবুল আতা সাহেব বিগত ৪।৫।৬০ ইং তারিখে ঢাকা শুভাগমন করেন। পর দিন ২।৩ ঘণ্টার জন্য নারায়ণগঞ্জ আসেন এবং ঐদিনই চট্টগ্রাম আঞ্জুমনের বার্ষিক জলসায় যোগদানের জন্য চট্টগ্রাম চলিয়া যান। চট্টগ্রাম হইতে ফিরিবার পথে ব্রাহ্মণবাড়িয়াও তাকুয়া জামাত হইয়া ১৩।৫।৬০ তারিখে ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অতঃপর ১৫।৫।৬০ তারিখে উত্তর বঙ্গ চলিয়া যান। তথায় তিনি রংপুর, নাটোর এবং বগুড়া জামাত হইয়া ২০।৫।৬০ তারিখে পুনরায় ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তারপর ২১।৫।৬০ তারিখে নারায়ণগঞ্জ এবং ২২।৫।৬০ তারিখে ঢাকাতে বক্তৃতা দানের পর ২৩।৫।৬০ ইং তারিখে বেলা ১০—৫০ মিনিটে বিমান যোগে রাবওয়াহ রওয়ানা হইয়াছেন।

বড়ই কঠিন সমস্যা

সরফরাজ এম, এ, ছাত্তার চৌধুরী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চক্রের চাকার মত ভাগ্যচক্রে আরোহন করে বহু সহর ও পল্লী ভ্রমণ করার তৌফিক আমার হয়েছে, এবং ছোট বড় জ্ঞানী অজ্ঞানী দরিদ্র মহারথী বহু লোকের সংস্পর্শ লাভ করবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছে। যে সময়েই যে কোন লোকের সাথে সাংসারিক রঙ্গ রসের

আলাপে মত্ত হয়েছি। সবাই কান পেতে শোনেছেন, কিন্তু গভীর পরিতাপ, যখনই ধর্ম্মালাপে প্রবৃত্ত হয়েছি, তাহারা মুখ ফিরায়ে নিয়েছেন। তাই বর্ত্তমান যুগে আমাদের আবশ্যক, একজন মহা মানবের, যাঁকে কেন্দ্র করে মোসলমান পুনঃ ইমানের রথ চালিয়ে সমগ্র পৃথিবীর বুকে আবার প্রভুত্ব স্থাপন করতে পারে।

বিশ্বে শান্তি স্থাপন উদ্দেশ্যে প্রথম মহাসমর অবসানে জগতের বড় বড় নেতাগণ মিলে লীগ অব নেশানস প্রতিষ্ঠিত করলেন, যাহাতে দুনিয়াতে আর যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারা অশান্তি নেমে না আসে, কিন্তু ইহাকে ব্যর্থ করে দ্বিতীয় মহাসমর আরম্ভ হয়েছিল। পুনঃ প্রতিষ্ঠীত হলো ইউ, এন, ও ইহাকেও যে ব্যর্থ করিবে না, তাতে আবার অনেকের মনে সন্দেহের উদ্রেক হইতেছে। কোরান হাদিসে তিনটি মহা যুদ্ধের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মহাপুরুষগণ এই তিনটি যুদ্ধকে কেয়ামতের সাথে তুলনা করেছেন। প্রথম এবং দ্বিতীয় যুদ্ধের চেয়ে তাঁহারা তৃতীয় যুদ্ধেই গুরুত্ব দিয়েছেন বেশী। যাহাতে লোকক্ষয় এবং ধ্বংস লীলার চরমত্ব প্রকাশ পাইবে। অমন কি ধ্বংসের হিসেব নিকেশ থাকবে না। এক মাত্র তাঁরাই রক্ষা পাবেন, যাঁরা প্রকৃত ইমানদার। তাই হেন সময় আমাদের জন্য ঐশ্বরীক শক্তি সম্পন্ন একজন মহা মানবের আবশ্যক।

তাহার কথার ভেতর দিয়ে দ্বিতীয় আর একজন ভদ্রলোক বল্লেন, কেন, আসবেনই তো, আখেরী জমানার হজরত ইমাম মাহদী (আঃ)? তদুত্তরে প্রথম ভদ্রলোক বল্লেন। হাঁ, তা, ঠিক! ইমাম মাহদী (আঃ) জাহের হবেন এবং হজরত ঈসা (আঃ) চতুর্থ আকাশ থেকে অবতরণ করে উভয়ে মিলে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। কিন্তু তিনি তো আর রসুল নহেন?

দ্বিতীয় ভদ্রলোক—আচ্ছা রসুল শব্দটি তো আরবী, যাহার বাংলায় মানে প্রেরীত পুরুষ, অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সংবাদ বহন কারী। তবে হজরত ইমাম মাহদী (আঃ) কি আল্লাহ কর্ত্তৃক প্রেরীত হবেন না? প্রথম ভদ্রলোক তা হবেন বৈ কি, কিন্তু হজরত মোহাম্মদের (দঃ) পরে যে ওহী এলহামের দরজা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে?

দ্বিতীয় ভদ্রলোক—কেমন করে একথা যুক্তি সঙ্গত সত্য হতে পারে? যেহেতু আল্লাহতায়ালা আর মানুষের সাথে কথা কইবেন না, কিন্তু হজরত ঈসা (আঃ) তো চতুর্থ আকাশে আছেন, পুনরায় পৃথিবীতে আগমন অপেক্ষায়। যখন তাঁহার আগমনের সময় হবে, তখন কি আল্লাহতায়ালা তাঁকে একথা বলবেন না যে, হে ঈসা, তোমার এখন অবতরণ করবার সময় হয়ে গেছে। তুমি এখন নামতে পারো?

তাঁর কথা শোনে মজলিসে হাঁসি যেন আর ধরে না। এমন সময় জনাব আহসান উল্লাহ সিকদার সাহেবের লিখিত মহা সুসংবাদ নামির এক খানা পুস্তক দ্বিতীয় ভদ্রলোকের হস্তে প্রদান করা হয়। তিনি সানন্দে উচ্চকণ্ঠে তাহা পাঠ করতে লাগলেন। প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় অমনি করে ইমাম মাহদীর (আঃ) নাম, বংশ জন্মস্থান ইত্যাদি পাঠ করে জাহের হবার লক্ষণ অধ্যায়ে যেতেই, একজন হাজী লোক বল্লেন। এ সব লক্ষণ তো জাজল্যমান চক্ষের সামনে এখনও রয়ে গেছে, আরবের উঠগুলি বেকার? আমিতো জিদ্দা থেকে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ মাইল রাস্তা মটর যোগে অতিক্রম করে মক্কায় গিয়েছি। আরবের উঠগুলি যে সত্যই এখন বেকার।

যাহা হউক পাঠক পড়তে লাগলেন। হজরত ইমাম মাহদীর (আঃ) পরিচয় অধ্যায়ে যেতেই তিনি যেন হাঁফিয়ে উঠলেন। শেষ দশটী শর্ত্ত পাঠ করে বল্লেন। এ দশটী শর্ত্ত পালন করা বড়ই কঠিন সমস্যা। তখন বেলা এদিক দিয়ে এগারোটা পঁয়তাল্লিশ।

"মরিয়ম ও ইবনে মরিয়ম"

(১০ম পৃষ্ঠার পর)

উপরোক্ত দলিল দ্বারা প্রমাণ হয় যে, "মরিয়ম" ও "ইবনে মরিয়ম" অর্থে কেবল হজরত ঈসা (আঃ) ও তদীয় মাতা হজরত মরিয়মই নহেন! বরং তাঁহাদের গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি সকল। অতএব হজরত রসুল করীম (দঃ) বর্ণিত "ইবনে মরিয়ম" ওম্মতে মোহাম্মদীয়াতে আবির্ভূত হইবেন হজরত ঈসা (আঃ) এর গুণে গুণান্বিত হইয়া। এই সম্বেদ্ধ বোখারীতে স্পষ্ট বর্ণিত আছে "ইমামুকুম মিনকুম" অর্থাৎ তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্য হইতেহ ইবেন।"

আসল কথা এই, হজরত রসুল করীম (দঃ) ওম্মতে মোহাম্মদীয়াকে যেরূপ রূপকভাবে ইহুদী বলিয়াছেন (এই সংখ্যা ২য় পৃষ্ঠার হাদিস দ্রষ্টব্য)। তদ্রূপ এই ওম্মতের খাতামুল খোলাফাকে "ইবনে মরিয়ম" বলিয়াছেন। ওম্মতে মোহাম্মদীয়া যদি আসল ইহুদী না হইয়া থাকে! (নিশ্চয়ই না) তবে এই ওম্মতের খাতামুল খোলাফাও আসল ঈসা নহে। কোরআন করীমে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) হজরত মুসা (আঃ)এর সাদৃশ্য বলিয়া বর্ণিত আছে। হজরত মুসা (আঃ) এর পর চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ঐ সিলসিলার খাতামুল খোলাফারূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন মরিয়ম পুত্র হজরত ঈসা (আঃ)! কাজেই সাদৃশ্য বজায় রাখার জন্য হজরত রসুল করীম (দঃ) স্বীয় ওম্মতের চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে আগমনকারী খাতামুল খোলাফাকে মরিয়ম পুত্র বা "ইবনে মরিয়ম" নামে অভিহিত করিয়াছেন। আসল মরিয়ম পুত্র হজরত ঈসা (আঃ) তো আর দুনিয়াতে আসিতেই পারেন না। কারণ :—

১) আল্লাহতালা বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি একবার মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে সে ব্যক্তি দ্বিতীয়বার এই পৃথিবীতে আগমন করিতে পারে না।" সুরা যমর রুকু ৫।"

মরিয়ম পুত্র হজরত ঈসা (আঃ) এর মৃত্যু হইয়াছে। অতএব তিনি আর এই দুনিয়াতে আসিতে পারেন না।

২) হজরত ঈসা (আঃ) যদি ওম্মতে মোহাম্মদীয়া অথবা সমস্ত দুনিয়ার সংস্কারকরূপে আসেন, তবে কি কোরআন করীমের আয়েত "রাসুলান ইলা বানি ঈসরাইলা" "বনি ঈসরাইল জাতির জন্য রসুল" (নাউজুবিল্লাহ) কাটা যাইবে? যদি কোরআন করীম চির-কালের জন্য অবশ্য পালনীয় গ্রন্থ হইয়া থাকে। এবং নিশ্চয়ই কেয়ামত পর্য্যন্ত পালনীয়। তবে হজরত ঈসা (আঃ) ওম্মতে মোহাম্মদীয়ার সংস্কারকরূপে কখনও আসিতে পারেন না?

৩) আল্লাহতালা ওম্মতে মোহাম্মদী-য়াকে "উৎকৃষ্টতম ওম্মত" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। যদি প্রয়োজনের সময় ওম্মতে মোহাম্মদীয়াতে "ইবনে মরিময়" এর সৃষ্টি না হয় এবং এই ওম্মতের সংস্কারের জন্য বনি ঈসরাইলের নবী হজরত ঈসা (আঃ)কে আনাইতে হয়, তবে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর আধ্যা-ত্মিক শক্তি, হাঁ, আঁ হজরত (দঃ) এর পবিত্রকরণ শক্তি যে সমস্ত নবীর উর্দ্ধে উহা লোপ প্রাপ্ত হয়। এবং এইজন্য আঁ হজরত (দঃ)কে হজরত ঈসা (আঃ) এর নিকট কৃতজ্ঞ থাকিতে হইবে।

৪) আঁ হজরত (দঃ) ওম্মতে মোহাম্মদীয়ার প্রতিশ্রুত মসিহ এবং মসিহ ইবনে মরিয়মের যে আকৃতি বর্ণনা করিয়াছেন এতদুভয় আকৃতির মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। যেরূপ :—

ক) মরিয়ম পুত্র মসিহ (আঃ) রক্ত বর্ণ কোকড়ানো চুল, প্রসস্ত বক্ষ বিশিষ্ট ছিলেন। "বোখারী দ্বিতীয় জিলদ, ১৭২ পৃঃ।"

খ) প্রতিশ্রুত মসিহ গোধূম বর্ণের সুশ্রী পুরুষ হইবেন। তাঁহার মাথার চুল সোজা ও পৃষ্ঠ স্পর্শকারী হইবে এবং মধ্যম উচ্চতা বিশিষ্ট দেহ হইবে। "বোখারী জিঃ ২, পৃঃ ১৭০।"

সুতরাং মসিহ একজন নহে, বরং দুই জন। হজরত রসুল করীম (দঃ) একমাত্র সামঞ্জস্য রক্ষার্থে ওম্মতে মোহাম্মদীয়ার প্রতিশ্রুত মসিহকে "ইবনে মরিয়ম" আখ্যা দিয়াছেন।

আখবারে আহমদীয়া

হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) এর স্বাস্থ্য।

রাবওয়াহ হইতে প্রাপ্ত সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ : হুজুর (আইঃ) এর স্বাস্থ্য মোটের উপর ভালই। তবে সময় সময় স্নায়ুবিক লক্ষণাদী দেখা দেয়। বন্ধুগণ হুজুর (আইঃ) এর রোগ মুক্তি ও দীর্ঘায়ুর জন্য দোয়া জারী রাখিবেন।

সাহেবজাদা মির্জা মোবারক আহমদ সাহেব (হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) এর দ্বিতীয় পুত্র) লাহোর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন তিনি শীঘ্র রোগ মুক্ত হইতে পারেন।

নারায়ণগঞ্জ আঞ্জুমনের মেম্বারগণ বিগত ১৩ই জুন সোমবার হইতে হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) এর রোগ মুক্তিও দীর্ঘায়ুর জন্য সাপ্তাহিক নফল রোজা ও সম্মিলিত দোয়া আরম্ভ করিয়াছেন। মেম্বারগণ রোজা রাখিয়া বিকালে আঞ্জুমনে সমবেত হন এবং এফতারের পূর্ব্বে দোয়া করা হয়।

ইসলামিক বিপর্য্যয়

জনাব মৌঃ জনাব আলী সাহেব, হেড মাষ্টার সুন্দরবন, হাইস্কুল, (খুলনা)

কোরান মানবতাকে মূলতঃ দুইটী পথ শিক্ষা দেয়। একটি আধ্যাত্মিক পথ, অন্যটি স্থূল পার্থিব উন্নতির পথ। ইসলামের প্রাথমিক যুগে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা একরকম চরমে উঠেছিল, যার ফলে মুষ্টিমেয় মুসলমান সৈন্য অগনিত শক্তিশালী বিজাতীয়দের উপর মানষিক শক্তি বলে জয়লাভ করতে পেরেছিল।

স্পেন মুসলমানদের করতলগত হলে কালক্রমে সেখানেই কোরান হাদিসের মারফতে গড়ে উঠলো বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ভাণ্ডার। ইসলামের তদানিন্তন কর্ণধারগন হলেন পরিবেশনকারী। শিক্ষক আর জাতি ধর্ম্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ আকৃষ্ট হলো স্পেনের প্রতি তখন কর্ডোভা, কায়রো, ডামাস্কস, নিশাপুর ইত্যাদি শহরগুলি আধুনিক বিজ্ঞান জগতের অভিষেক ক্ষেত্ররূপে প্রকাশ পেয়েছিল খৃষ্টিয়ান ইউরোপ নহে।

আধ্যাত্মিক শক্তিহীন ইউরোপ কঠোর বাস্তবতার পুজারী ছিল। তাই তারা ছুটে এলো দলে দলে ভক্ত ছাত্রের রূপ নিয়ে ইসলামের শিক্ষকের পদ প্রান্তে বসে তাদের উদ্দেশ্য মাফিক কোরানের বস্তু জ্ঞান আহরন করবারজন্য; তারা সফল হলো। কিন্তু তারা তার আধ্যাত্মিকতাকে গ্রহণ করলো না। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের শিক্ষনীয় বিষয় পড়ে রইলো মুসলমান ছাত্রদের আগমন প্রতীক্ষা নিয়ে।

বস্তু বিজ্ঞানেও বস্তু জগতে তারা আজ বিস্ময়কর সাফল্যের অধিকারী। পৃথিবীর সীমাকে অবজ্ঞা করে তারা নিঃসীম শূন্যের গ্রহে গ্রহে অসীম দ্রুত গতিতে বিচরণ করছে। পৃথিবীর অতল তলের মানুষের প্রয়োজনীয় অতি ক্ষুদ্র সামগ্রী টুকুও তাদের দৃষ্টি এড়ায় নি। দূরত্বের ও দৃষ্টির ব্যবধান ঘুচিয়ে জগৎকে তারা দুয়ারে ঝুলানো নিত্যি দেখা ছবির মত করেছে। অনৈস্লামিক জগৎ গ্রহণ করেছে ইসলামের একটি দিক। ইসলামিক জগৎ বর্জ্জন করেছে এর উভয়দিক। সে যাহা গ্রহণ করেছে তা বস্তু বা বাস্তব বর্জ্জিত একটি খেয়ালী কল্পনা মাত্র। কল্পনার পাখা মেলে মুসলমানের ইসলাম আজ বাতাসে সে ভর করে উড়ছে। কিন্তু বসবার ঠাঁই নেই কোথাও "মুসলমান আছে কবরে আর বইয়ের পাতায়" জানি নে এই প্রবাদের বিরুদ্ধে কোন যুক্তি আছে কিনা।

যে মানষিক বৃত্তি কোরাণ হাদিস মন্থন করে অমৃত সংগ্রহ করবে তাকে প্রস্ফুটিত করবার পক্ষে আমাদের বিদ্যাদান ও গ্রহণ পদ্ধতি মোটেই যথেষ্ট নহে ; অতএব শিক্ষক ও শিক্ষা পদ্ধতি এর জন্য সমভাবে দায়ী। প্রকৃত প্রস্তাবে আধুনিক শিক্ষা ক্ষেত্র কেরাণী তৈয়ারীর ডিপো মাত্র।

কেহ কেহ হয়ত কেরাণী হতে ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যায়ে উন্নীত হতে পারেন কিন্তু বৈজ্ঞানিক, আবিষ্কারক অথবা দার্শনিক হতে পারেন না। অন্য দিকে ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্রগুলি মোটামুটি ইসলামের ক্রেস তৈয়ারী কারখানা হিসাবে কাজ করে থাকে। সুতরাং মৌলিক মানবীয় গুণাবলী অর্জ্জনের সুযোগও ক্ষেত্র মুসলমানদের জন্য নাই। সভ্যতা ও কৃষ্টির গরজে যদি আমরা নিজেরা নিজদের জন্য উপাদান সৃষ্টি করে না নিতে পারি তা'হলে অপরকে অনুকরণ ছাড়া উপায় নেই। গ্রীষ্মের গরমে গোসলের একান্ত প্রয়োজন এক্ষণে পুষ্করিণী খননের সামর্থ নিজের যদি না থাকে তাহলে অগত্যা অন্যের পুষ্করিণী হতে দেহ ঠাণ্ডা করে নিতে হয়। অতএব ইহা স্বাভাবিক যে বৃহত্তর সমাজের মন পশ্চিমের প্রতি অনুকরন প্রবন। ইহা মন্দের ভালো।

যে ব্যক্তি কোন জাতীকে অনুসরণ করে সে ঐ জাতিরই একজন হয়। রসুলের (দঃ) অত্র উক্তির সমর্থনে বিশ্বাস করিতে হবে যে আধ্যাত্মিক শক্তিহীন নৈতিক মূল্যবোধ বর্জ্জিত পাশ্চাত্যের অনুকরণ প্রিয়তার সুযোগে আমাদের সমাজ জীবনে উলঙ্গ নোংরামীর বীজ ছড়াবে এবং আমাদিগকেও তাহাদেরই মতন একজন করে নিবে। মৌলিকতা, স্বকীয়তা হারিয়ে শিক্ষিতেরা হয়েছেন যেন বক বেশ ধারী কাক। সৃষ্টির আনন্দ নাই প্রাণের প্রাচুর্য্য অর্জ্জন করতে পারেন নি অথচ মরার মুখে সৌন্দর্য্য চর্চ্চার মত শ্রীহীন জাতীকে আরো শ্রীহীন ও কুৎসিত করে তুলতে কসুর করেন নি।

ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষা ও বিস্তারের ভার যে আলেম সম্প্রদায়ের উপর অর্পিত আছে, তারা তত্ত্বাবধান করে থাকেন কিন্তু তথ্যানুসন্ধান করেন না। অথচ তারা ধর্ম্ম জ্ঞানীও নায়েবে রসুল আখ্যায়িত। কাঁঠামোর উপর

(ইহার পর ১৩শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

"মরিয়ম ও ইবনে মরিয়ম"

মোঃ আহসান উল্লাহ সিকদার

এই সংখ্যা "আহমদী"তে "ইসলামিক বিপর্য্যয়" শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশ করা হইতেছে উহাতে মাননীয় লেখক "ইব্‌নে মরিয়ম" এর যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন উহা খুবই যুক্তি পূর্ণ। তবে পাঠকগণের মধ্যে হয়ত এমন লোক ও থাকিতে পারেন, যাহারা যুক্তি মানিতে রাজী নহেন, বরং কোরআন হাদিস অনুসারে এই সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছুক। সুতরাং কোরআন হাদিস "ইবনে মরিয়ম" সম্বন্ধে কি বলে উহা পরিস্ফুট করাই হইল এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। হজরত রসুল করীম (দঃ) বলিয়াছেন :—"প্রত্যেক শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া কালে শয়তান তাকে স্পর্শ করে এবং শয়তানের স্পর্শেই শিশু ক্রন্দন করিয়া থাকে। কিন্তু মরিয়ম ও ইবনে মরিয়ম শয়তানের স্পর্শ হইতে বাদ থাকে।" "বোখারী কেতাবুত-তফসির সুরা আল এমরান জি, ৩ পৃঃ ৬৯।"

হজরত রসুল করীম (দঃ) এর এই বাণী শ্রবণে যে কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করিতে পারে যে, মাত্র মরিয়ম ও ইব্‌নে মরিয়ম যদি শয়তানের স্পর্শ হইতে বাঁচিয়া থাকেন, তবে কি আঁ হজরত (দঃ) এবং অন্য নবীগণকে ভূমিষ্ঠ হইবার সময় শয়তান স্পর্শ করিয়াছিল?

এই প্রশ্নের উত্তরে আল্লামা যমখশরী লিখিয়াছেন :— "প্রত্যেক শিশুকেই শয়তান গোমরাহ করিতে চায়, কিন্তু মরিয়ম ও ইবনে মরিয়ম ব্যতীত। কারণ তাঁহারা উভয়েই পবিত্র ছিলেন। এবং তদ্রূপ মরিয়ম এবং ইব্‌নে মরিয়মের গুণ বিশিষ্ট প্রত্যেক শিশু ইহাতে শামেল আছে।" "তফসির কেশশাফ জিঃ ১, পৃঃ ৩০২।" অর্থাৎ আঁ হজরত (দঃ) এর হাদিসে "মরিয়ম" ও "ইবনে মরিয়ম" অর্থ দুই জন মানুষ নহে, বরং দুই প্রকার মানুষ। যাহারা মরিয়ম ও ইব্‌নে মরিয়মের গুণ বিশিষ্ট মোমেন ও আম্বিয়া, তাঁহাদের সকলকেই আঁ হজরত (দঃ) "মরিয়ম" ও "ইবনে মরিয়ম" নামে স্মরণ করিয়াছেন।

কোরআম করীমের সুরা তহরীম শেষ রুকুতে বর্ণিত আছে :— 'আল্লাহতালা মোমেন পুরুষগণের উপমা ফেরাউনের স্ত্রী (আসিয়া)র সহিত দিয়াছেন। যখন তিনি দোয়া করিলেন যে হে আমার রাব! আমার জন্য জান্নাতে ঘর প্রস্তুত কর, এবং আমাকে ফেরাউন ও তার কার্য্য-কলাপ হইতে এবং এই জালেমের কওম হইতে মুক্তি দান কর। এবং (খোদাতালা উপমা দিয়াছেন মোমেনগণের) এমরাণের কন্যা মরিয়মের সহিত যিনি স্বীয় গুপ্ত স্থানের হেফাজত করিয়াছেন। অতএব আমরা তাহার মধ্যে আপন রুহ ফুঁকিলাম এবং তিনি খোদার কালাম ও কেতাবকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া ফরমাবরদার-গণের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন।"

এই আয়তের পূর্ব্ববর্ত্তী আয়াতে কাফের পুরুষগণের উপমা দুইজন স্ত্রী লোকের হজরত নূহ (আঃ) ও হজরত লূত (আঃ) এর স্ত্রীর সহিত দিয়াছেন। কেন না, তাহারা কাফের এবং তাহাদের স্বামী মোমেন ছিলেন।

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে মোমেন দুই প্রকার। (১) আসিয়া গুণ বিশিষ্ট যাহারা কুফরের অধীনে থাকিয়া মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতে থাকেন। ২) মরিয়ম গুণ বিশিষ্ট, যাহাদের উপর প্রথম হইতেই বদী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। এই দ্বিতীয় প্রকারের মোমেন কোরআনের ভাষায় 'মরিয়ম" নামে অভিহিত। অতঃপর "মরিয়মী" অবস্থা হইতে উন্নতি করিয়া (ফানাফাখনা ফীহে মিররূহেনা) মোতাবেক "ইবনে মরিয়ম" এ উন্নিত হয়। কেন না "মরিয়মী" মোকাম মোকামে সিদ্দিকিয়ত এবং "ইবনে মরিয়ম' এর মোকাম মোকামে নবুয়ত। অর্থাৎ প্রত্যেক নবীর উপর দুইটি জমানা আসে। প্রথম মরিয়মী মোকামে থাকেন। অর্থাৎ জন্মাবধি নিষ্পাপ থাকেন। অতঃপর ঐ স্থান হইতে উন্নতি করিয়া নবুয়তের মোকামে পৌছেন এবং এতদুভয় অবস্থায় শয়তানের স্পর্শ হইতে মুক্ত থাকেন। হজরত মরিয়ম সিদ্দিকা যেরূপ হামেলা হইয়াছিলেন এবং উহা দ্বারা খোদার নবী হজরত ঈসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। তদ্রূপ একজন মোমেন পুরুষ ও প্রথম মরিয়মী অবস্থায় থাকেন এবং এক আধ্যাত্মিক ও রূপক হামেল কাল অতিবাহিত করিয়া "ইবনে মরিয়ম" এ উন্নিত হন। ঐ মোমেন পুরুষ রূপক ভাবে "মরিয়ম" হইয়া থাকেন, রূপক ভাবে হামেল কাল অতিবাহিত করেন এবং রূপক ভাবেই "ইবনে মরিয়ম" এ পরিণত হইয়া থাকেন।

মোট কথা খোদাতালা সমস্ত মোমেনও কাফের পুরুষকে চারি জন স্ত্রীলোকের সহিত উপমা দিয়াছেন। পুরুষ তো আর মেয়ে লোক হইতে পারে না হাঁ রূপক ভাবে পুরুষকে স্ত্রীলোক বলা হইয়াছে।

এখানে "হামাল" বা "গর্ভ ধারণ" শব্দ দ্বারা যদি কাহারো মনে সন্দেহের উদ্রেক হইয়া থাকে যে পুরুষের পক্ষে কি ইহা সম্ভবপর? তবে পাঠ করুন নিম্ন লিখিত দলিল সমূহ।

১। বিখ্যাত সুফী হজরত সোহেল (রহঃ) বলিয়াছেন :—"ভয় পুংলিঙ্গ এবং আশা স্ত্রী লিঙ্গ এবং এতদুভয়ের সম্মিলনে প্রকৃত ঈমান পয়দা হইয়া থাকে।"

"সরাহ আত্তারফ ৫৭ পৃঃ।"

২) ইমাম শেখ সোহরাওয়ার্দ্দী বলেন :—"মুরীদ স্বীয় পীরের শরীরের অংশে পরিণত.....হন। মুরীদ স্বীয় পার হইতে পয়দা হওয়া (প্রকৃত অর্থে নহে, বরং রূপক অর্থে হইয়া থাকে) "আওয়ারেফুল মআরিক ১ম, জিলদ, ৪৫ পৃঃ।"

৩) হামাল শব্দ খোদাতালা সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে। দেখুন "সুরা মরিয়ম ৪ রুকু।"

৪) এই শব্দ মোমেন সম্বন্ধে ও আসিয়াছে। দেখুন "সুরা বকর শেষ রুকু।"

৫) "হামাল" শব্দ বাইবেলের মধ্যেও বিদ্যমান রহিয়াছে। (প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে হাওয়ালা দেওয়া গেল না প্রয়োজন হইলে দিব)।

(৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পাশ্চাত্যের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) এর দুইটি স্বপ্ন

১৯২৪ ইং তে লণ্ডনে ওয়েম্বলী এক-জিবিশন উপলক্ষে অনুষ্ঠীত বিশ্ব ধর্ম্ম কনফারেন্সে নিমন্ত্রিত হইয়া লণ্ডন রওয়ানা হইবার পূর্ব্বে হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) পাশ্চাত্যের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে তদীয় দুইটি স্বপ্ন বর্ণনা করিয়া ছিলেন। "আহমদীর' পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে স্বপ্ন দুইটি উদ্ধৃত করা হইল !

প্রথম স্বপ্ন

হুজুর বলেন ঃ – প্রথম স্বপ্নটী ৩।৪ বৎসর বা আরও পূর্ব্বের, যাহা তখনই আমি কাদিয়ানের কতিপয় বন্ধুকে শুনাইয়া ছিলাম। ঐ স্বপ্নে আমি দেখি যে, আমি লণ্ডনে এমন এক সভায় আমি উপস্থিত, যে সভায় পার্লিমেন্টের বড় বড় মেম্বর, নবাব, মন্ত্রী এবং বড় বড় বহু লোক উপস্থিত রহিয়াছেন। সভাটী একটি পার্টির অনুরূপ এবং আমিও উহাতে শামেল আছি। ভুতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ্জ এই সভায় বক্তৃতা করিতেছেন। বক্তৃতা করিতে করিতে তাঁহার অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখা দিল এবং তিনি হলের মধ্যে এদিক সেদিক পায়চারি করিতে লাগিলেন। তাঁহার গতি ভঙ্গিতে এত অধিক বিহ্বলতা পরিদৃষ্ট হইল যে, সকলেই মনে করিলেন যে তিনি পাগল হইয়াছেন। তখন সমস্ত মেম্বর সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন এবং তিনি খুব তাড়াতাড়ি পায়চারি করিতে লাগিলেন। তখন লর্ড কার্জ্জন সাহেব অগ্রসর হইয়া তাঁহার কাণে কি যেন বলিলেন। ইহাতে মিঃ লয়েড জর্জ্জ থামিলেন এবং লর্ড কার্জ্জনকে গোপনে কোন কথা বলিলেন। লর্ড কার্জ্জন ঐ কথা তদীয় পার্শ্ববর্ত্তী লোকগণকে বলিলে তাঁহারা সকলে দৌড়িয়া হলের দরজার দিকে গেলেন এবং বাহিরে সড়কের পূর্ব্ব কোণে উঁকি দিয়া কি যেন দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এই অবস্থা দেখিয়া আমি আরও আশ্চর্য্য-ন্বিত হইলাম। কাজী আবদুল্লাহ সাহেব আমার নিকট দাঁড়ানো। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহারা কি বলিলেন, দৌড়িয়া দরজায় গেলেন কেন এবং দেখিতে ছেন কি ? কাজী সাহেব উত্তরে বলিলেন, মিঃ লয়েড জর্জ্জ লর্ড কার্জ্জনকে বলিয়াছেন আমি পাগল হই নাই। আমি এইজন্য পায়চারী করিতেছি যে, এই মাত্র সংবাদ পাইলাম. জামাতে আহমদীয়ার ইমাম মির্জা মাহমুদের সৈন্যদল খৃষ্টান সৈন্যগণকে পশ্চাৎপদ বাধ্য করিয়াছে। খৃষ্টান সেনাদল পরাজিত হইতেছে এবং পশ্চাৎপদ হইতে হইতে এখান হইতে খুবই নিকটবর্ত্তী স্থানে উপনীত হইয়াছে।

এই সংবাদে তাঁহারা যুদ্ধের অবস্থা অবলোকন করিবার জন্য দরজার দিকে দৌড়িয়া গিয়াছেন। ইহা শুনিয়া আমি মনে করিলাম যে, তাঁহাদের মধ্যে যখন এতদূর বিহ্বলতা দেখা দিয়াছে এমতাবস্থায় এখন যদি তাঁহারা জানিতে পারেন যে, আমি স্বয়ং এখানে বিদ্যমান রহিয়াছি তবে আমাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন। এই মনে করিয়া আমি ও দরজার দিকে অগ্রসর হইলাম এবং গোপনে সড়কের দিকে বাহির হইয়া গেলাম। ইহাতে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল।

দ্বিতীয় স্বপ্ন

দ্বিতীয় স্বপ্নটি এই বৎসরের। কিন্তু ইহা বিলাত যাওয়ার ঘোষণার দুই তিন মাস পূর্ব্বেকার। এই স্বপ্নও আমি ঐ দিনই বন্ধুগণকে শুনাইয়াছি যার মধ্যে জনাব মুফতি মোঃ সাদেক সাহেব একজন। আমি দেখিলাম ঃ– আমি একজম নবাগত ব্যক্তির ন্যায় ইংলণ্ডের সমুদ্রোপকুলে দণ্ডায়মান। আমার পোষাক মিলিটারী পোষাক এবং আমি একজন সেনাপতি। আমার নিকটে অন্য এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান তখন আমি মনে করিতেছি যে একটি যুদ্ধ শেষ হইয়াছে এবং ইহাতে আমি বিজয়ী হইয়াছি। তারপর একজন পরামর্শদাতা স্বরূপ ময়দানের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি যে এই বিজয়ের দ্বারা কিভাবে অধিক ফল লাভ করা যায়। কাঠের একটি কাটা মোটা বর্গা মাটিতে পতিত রহিয়াছে। আমার এক পা ইহার উপরও অন্য পা মাটিতে। কোন দূরবর্ত্তী বস্তু দেখিবার জন্য যেরূপ মানুষ এক পা উপরে রাখিয়া দেখিয়া থাকে আমার অবস্থাও তদ্রূপ। অসাধারণ কৃতকার্য্যতার সময় যেরূপ মনে আপনার আনন্দও শরীরে স্ফুর্ত্তি আসিয়া থাকে তদ্রূপ আমিও অনুভব করিতেছি। এবং চতুর্দ্দিকে এইরূপে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছি যে কোন স্থান এমন তো নাই যার প্রতি আমার মনোযোগ দিতে হইবে এমতাবস্থায় একটি শব্দ আসিল। শব্দটি এমন লোকের মুখ হইতে বহির্গত হইতেছে যে আমার খুবই নিকটে অথচ আমি তাহাকে দেখি না, এবং আমি ইহাও মনে করি যে উহা আমারই আত্মা এবং আমিও তিনি একই ব্যক্তি। ঐ শব্দ বলিতেছে, "উইলিয়ম কঙ্কারার (Wiliom the Conqueror) অর্থাৎ "বিজয়ী উইলিয়ম।" উইলিয়ম একজন পুরাতন বাদশাহর নাম, যে ইংলণ্ড বিজয় করিয়া-ছিল। অতঃপর আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। এই স্বপ্ন শুনিয়া মুফতি মোঃ সাদেক সাহেব ইংরাজী অভিধান হইতে "উইলিয়ম" এর অর্থ বাহির করিয়াছেন ঃ "দৃঢ় সঙ্কল্পকারী।" অর্থাৎ ইহার অনুবাদ হইল, "দৃঢ় সঙ্কল্পকারী বিজেতা।"

হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) এর স্বপ্নদ্বয় যে পূর্ণ হইতেছে সে বিষয়ে আপন পর সকলেই একমত। কাহারো মনে খটকা বাঁধিলে পাঠ করুন নিম্নোদ্ধৃত ঈদের জামাতের সংবাদ, যাহা পাশ্চাত্যে অবস্থিত কতিপয় আহমদীয়া মসজিদের ইমামগণ প্রেরিত টেলিগ্রামের সারাংশ।

পাশ্চাত্যে অবস্থিত কতিপয় আহমদীয়া মিশনে অনুষ্ঠিত ঈদুল আযহার মোবারক অনুষ্ঠান

১। লণ্ডন

লণ্ডন আহমদীয়া মিশন হইতে প্রাপ্ত তারের সংবাদে প্রকাশ আল্লাহতালার ফজলে অতীব কৃতকার্য্যতার সহিত লণ্ডন আহমদীয়া মসজিদে ঈদুল আযহা অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হইয়াছে। আট শতাধিক বিশেষ বিশেষ মেহমান অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। তন্মধ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের হাই কমিশনার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসারগণও ছিলেন। ঈদের নামাজের ইমামতী করেন জনাব মৌলুদ আহমদ খান সাহেব। খোৎবা দান প্রসঙ্গে তিনি ঈদুল আযহার কোরবানীর উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা ও উপকারীতা সম্বন্ধে, এবং এই সম্বন্ধে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বর্ণনা করেন। নামাজের পর মসজিদের বাগানে সমবেত মেহমানগণকে ভোজ দানে আপ্যায়িত করা হয়।

২। হ্যাগ (হল্যাণ্ড)

হ্যাগ হইতে প্রাপ্ত তার বর্ত্তায় প্রকাশ: তথাকার মসজিদে ঈদের নামাজ পড়াইয়াছেন আন্তর্জ্জাতিক আদালতের ভাইস প্রেসিডেণ্ট সার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেব। খোৎবাতে তিনি হজ্জের খাছ এবাদত ইসলামী সমতা এবং মানবীয় আত্ম মর্য্যাদা সম্বন্ধে আলোকপাত করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ইসলামের রহস্যময় শিক্ষা জাগ্রত করিবার মানসে আঁ হজরত (দঃ) এর পবিত্র জীবনীর বহু ঘটনা উল্লেখ করেন। এই অনুষ্ঠানে হল্যাণ্ডের বিভিন্ন সহরের আহমদীগণ ব্যতীত বিদেশী অনেক মুসলমান ভ্রাতা ও যোগদান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতিত মিশনের পক্ষ হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি যেরূপ, কতিপয় জজ, পার্লিমেণ্টের মেম্বর ও ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন। নামাজান্তে মসজিদের বাগানে খুব বড় রকমের ভোজ সভার আয়োজন করা হইয়াছিল।

৩। হ্যামবার্গ ও ফ্রাঙ্কফোর্ট (জার্ম্মাণী)

জার্ম্মাণী হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ: হ্যামবার্গ ও ফ্রাঙ্কফোর্ট এর মসজিদদ্বয়ের মহা সমারোহের সহিত ঈদুল আযহা পর্ব্ব সম্পাদিত হইয়াছে। অনুষ্ঠানে জার্ম্মাণীর নওমোসলেমগণ ব্যতীত বহু ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করেন। নামাজের পর উভয় স্থানে সমবেত মেহমানগণকে ভোজ দানে আপ্যায়িত করা হয়।

৪। জুরিক (সুইজারল্যাণ্ড)

অন্যান্য স্থানের ন্যায় জুরিকে ও ঈদুল আযহা পর্ব্ব মানানো হয়। সুইজারল্যাণ্ডের নওমোসলেমগণ ব্যতীত অন্য রাষ্ট্রের প্রবাসী মুসলমানগণ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। ইনচার্জ্জ মিশনারী জনাব শেখ নাসের আহমদ সাহেব কোরবানীর উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সারগর্ভ খোৎবা দান প্রসঙ্গে বলেন, হজরত ইবরাহীম (আঃ) ও হজরত ইসমাইল (আঃ) এর পদানুসরণ করিয়া ধর্ম্মের জন্য কষ্ট বরণও কোরবানী করাতেই দুনিয়াতে ইসলামের শির বোলন্দ হইবে। নামাজের পর জনৈক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। আলহামদু লিল্লাহ।

বিগত ২৩শে মে ১৯৬০ই তারিখে সুরীনাম (ডাচ গিয়ানা) পার্লামেণ্টের মেম্বর ও তথাকার সর্ব্বজন বিদিত মুসলিম লিডার ইসলাম রমজান সাহেব হ্যাগস্থিত আহমদীয়া মসজিদে গেলে মিশনারী ইনচার্জ্জ হাফেজ কুদরত উল্লাহ সাহেব ও অন্যান্য আহমদীগণ মাননীয় মেহমানের উপযুক্ত খাতের সম্ভাষণ করেন। মাননীয় মেহমানকে কোরআন করীমের অনুবাদ তোহফা দেওয়া হইলে তিনি শোকরিয়া আদায় করেন এবং জামাতে আহমদীয়ার তবলীগ কার্য্যের উচ্চ প্রশংসা করেন।

বিগত ২৬শে মে ১৯৬০ ইং তারিখে মালয়ের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় টিনকু আবদুর রহমান হ্যাগ আহমদীয়া মসজিদে গমন করেন মাননীয় মেহমানকে অভ্যর্থনা জানান, আন্তর্জ্জাতিক আদালতের ভাইস প্রেসিডেণ্ট সার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেব। মাননীয় মেহমানের আগমন উপলক্ষে যে পার্টির আয়োজন করা হইয়াছিল উহাতে বহু বিশিষ্ট লোক যথা, আরব প্রজাতন্ত্রের হাই কমিশনার আন্তর্জ্জাতিক আদালতের জজ, পাকিস্তান এসেম্বীর কাউন্সিলর, ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

মিশনের পক্ষ হইতে সার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেব ও মিশনারী ইনচার্জ্জ হাফেজ কুদরত উল্লাহ সাহেব ভাষণ দান করিলে, তার উত্তরে মাননীয় মেহমান তদীয় বক্তৃতায় জামাতে আহমদীয়ার কৃতিত্বপূর্ণ ইসলাম সেবার জন্য ভূরি ভূরি প্রশংসা করেন। মাননীয় মেহমানকে পবিত্র কোরআন করীমের অনুবাদ তোহফা দেওয়া হয় এবং তিনি এই জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

হ্যাগ (হল্যাণ্ড) আহমদীয়া মসজিদে মালয়ের প্রধান মন্ত্রী টিনকু আবদুর রহমান

এবং

সুরীনাম (ডাচগিয়ানা) এর বড় মুসলমান লিডার ইসলাম রমজান এর আগমন

এবং

মিশনের পক্ষ হইতে উভয় মেহমানকে কোরআন করীমের অনুবাদ তোহফা প্রদান

ইসলামিক বিপর্য্যয়

(৯ম পৃষ্ঠার পর)

ভর করে ধর্ম্মকে বজায় রাখবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন তারা। ওদিকে দন্ত ফাড় লেগে ভিতরের প্রাণ রস শুকিয়ে কবে যে ইসলাম নিরেট কাট হয়ে গেছে তার প্রতি খেয়াল নাই। তারা আমাদিগকে শৈশব হতেই শিক্ষা দেন নামাজ পড়তে, রোজা রাখতে সুন্নতী লেবাস ব্যবহার করতে গোঁপ কামাতে, দাঁড়ি রাখতে ইত্যাদি কত রকম ফতোয়া। কিন্তু এ সবের প্রয়োজনীয়তা কস্মিনকালেও বুঝিয়ে দেন নি। অনিচ্ছা সত্বেও ফতোয়া মাফিক চলতে চলতে অবশেষে বেশ এক অভ্যাস গড়ে উঠে ফলে নিত্যকর এই আচারানুষ্ঠান পরিণামে কোন দিন কোন কারণে পালন করতে না পারলে কেমন যেন অসোয়াস্তি বোধ হয়। কিন্তু এই আচারানুষ্ঠান ইহা প্রমাণ করে না যে আমরা আল্লাহ ভক্ত হয়ে উঠেছি। অপরের অধিকার হরণ পরকে ফাঁকি দেওয়া পরের সম্বন্ধে কুৎসিত আলোচনা ঠকামী ইত্যাদির দ্বারা হত্যার অপরাধ অপেক্ষাও গুরুতর অপরাধে জড়িত হওয়া নামাজ রোজার সাথে যদি কোন মানুষের জীবনে যুগপত এই সমস্ত কাজ সম্পন্ন হতে থাকে, তাহলে ইহা সত্য যে তার নামাজ, রোজা, ধর্ম্ম কর্ম্ম স্বরূপ নয় বরং অভ্যাস পালন মাত্র নামাজ মানুষকে আল্লার নৈকট্য লাভে সহায়তা করে। নামাজী আল্লার গুণাবলী দ্বারা ভূষিত হয়। আল্লাহর অনুগৃহীত ব্যক্তি না হক কাজে চিরকালই বিরত থাকে।

রসুলের আকিদা পালন করে মানুষ তার নৈকট্য ও দোয়া লাভ করে। অতএব দাঁড়ি-ওয়ালা মুসলমান চুরি ডাকাতি রাহাজানি ইত্যাদি দ্বারা পরশ্রীকাতরতার পরাকাষ্ঠা দেখাতে পারে না। রাসুলের আকিদা অন্যের অনিষ্টের ঘোর বিরোধী। অত্র প্রমাণ বলে এই সিদ্ধান্ত হয় যে আমরা অভ্যাসবসে নামাজ রোজা ও বাহ্যিক সুন্নত ভক্ত হইয়াছি। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ রাসুল ভক্ত হয় নাই। বাইরের কাঠামো নিয়ে মাতামতী করে আমরা বড় জোর এমন একটা গোড়া মুসলমানে পরিণত হতে পারি। যার সাথে আদর্শ মানুষের কোন সম্পর্ক নাই। ইসলাম আমাদের কাছে কতকগুলো অন্তঃসার শূন্য নিরস এক ঘেয়ে আচার বা অভ্যাসের সমষ্টি মাত্র। মৌলভীদের নিকট থেকে আমরা যা গ্রহণ করি তাই ইসলামের সঠিক স্বরূপ নয়। সে কারণ ইহা কালের সাথে তাল মিশিয়ে মানুষকে তার প্রয়োজন অনুসারে সুখের পথ দেখাতে অক্ষম হয়ে তাকে নিরন্তর পিছে হটিয়ে রাখে। তাই রেল গাড়ী হয় শয়তানের চাকা, বেতার অনুষ্ঠান হয় আজাজিলের মজলিস এবং আরো কত কি! আমাদের অন্তর গেহে সে রজ্জু দ্বারা ইসলামকে বেঁধে রাখা হয়েছিল তা কালক্রমে জীর্ণ হয়ে ছিড়ে গেছে। অবহেলিত পদদলিত ইসলাম মাত্র ভূমি আঁকড়ে পড়ে আছে, মানুষের প্রাণে পুণঃ পৌঁছিতে পারছেনা। তার আহার্য্য চির পুরাতন, রুচিহীন। নূতনত্বের অভাবে অবশ্যম্ভাবী বদ হজম সৃষ্টি হয়ে দিন দিন তার প্রাণ শক্তি লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

যে লোকাচারের মাধ্যমে ইসলাম আত্মরূপ প্রকাশ করেছে তা যদি প্রকাশ দোষে দুষ্ট, কালদোষে বিকৃত, জীর্ণ, অসংস্কৃত কুসংস্কৃত হয় তাতে ইসলাম মূলতঃ ক্ষতি গ্রস্ত হয় না। ইসলামের তাতে যায় আসে না কিছুই বরং ইসলামকে পালন করার নামে জীর্ণ লোকাচারেরও বিকৃত সংস্কার প্রকাশও পালনের দ্বারা প্রকাশকও পালক অপূরণীয়রূপে ক্ষতি গ্রস্ত হয়।

কোরাণ সর্ব্ব ব্যধির ঔষধ। ইহা দেহে মনে মানুষকে রোগ মুক্ত করে। হাদিস অমৃত ইহা দেহ মনে স্বাস্থ্যও সুস্থতা বজায় রাখে। কোরাণও হাদিসকে জেনে বুঝে যদি ইসলামকে সঠিক রূপদান করা যেত তাহলে ইসলাম আজ একটি অলীক খেয়ালী কল্পনায় পর্য্যবসিত হতো না।

এই প্রসঙ্গে মেশকাত গ্রন্থের ৪৭৯।৪৮০ পৃষ্ঠার একটি হাদিসের তরজমা পেশ করছি।

রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, "খোদার কসম, সত্যই এবনে মরিয়াম ন্যায় বিচারক, শাসন কর্ত্তা রূপে অবতীর্ণ হবেন। তৎপর নিশ্চয়ই তিনি ক্রশ ভেঙ্গে ফেলবেন শুকরগুলি হত্যা করবেন। জিজইয়া কর উঠিয়ে দেবেন যুবতী উষ্ট্রীকা গুলিকে পরিত্যাগ করা হইবে। এমন কি তৎসমুদয়ের উপর আরোহন করার ও তৎসমস্ত দ্বারা কোন কার্য্য নির্ব্বাহ করার চেষ্টা করা হবে না। নিশ্চয়ই পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা দ্বেষ ও হিংসা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অবশ্য তিনি লোকদিগকে সম্পদের দিকে আহ্বান করবেন কিন্তু, কেউ তা গ্রহণ করবে না।

ধর্ম্ম জ্ঞানীরা এই হাদিসের যে ব্যাখ্যা প্রচলম করেছেন তা হলো এবনে মরিয়মের আকাশ হতে অবতীর্ণ হওয়া বা নেমে আসা এই ধারণার বশবর্ত্তি হয়ে আম লোকে বিশ্বাস করে যে ইছা (আঃ) আকাশ হতে মক্কার কাবা গৃহের মিনারে নেমে আসবেন। ইহা স্বীকার করতে হলে ফল এই দাড়ায় যে মক্কার আকাশ হতে কেহ অবতীর্ণ হলে সারা পৃথিবীর লোকের কথা বাদ দিয়ে কেবল মাত্র মদিনাও অনুরূপ দূরের লোকেরা তাকে দেখতে পাবে কিনা সন্দেহ। মক্কার পার্শ্ববর্ত্তি কয়েক গ্রামের লোক ব্যতীত অন্য কেহ অবতরণকে সহজে স্বীকার করে নিবে না। রাত্রিতে কেহ মিনারে উঠে সকালে নিজেকে ইবনে মরিয়াম বলে জাহির করলে অবিশ্বাস করার সূত্র খুজে পাওয়া মস্কিল হবে। ইছা (আঃ) কে ইছা রূপে জানতে বা মানতে হলে আগমন বৃত্তান্ত অপেক্ষা তার কর্ম্ম বৃত্তান্তই প্রকৃষ্ট প্রমাণের ক্ষেত্র।

ইবনে মরিয়মের অবতরণ যদি বৃষ্টির অবতরণের সাথে সমাঞ্জস্যপূর্ণ হয় তবুও আকাশ থেকে অবতরণ বুঝায় না। যথাঃ পবিত্র কোরাণ এ বর্ণিত আছে। আকাশ হইতে বৃষ্টি নাজেল হয়। এখানে নাজালা শব্দের অর্থ যদি "আকাশ হইতে অবতরণ" বুঝায় তা হইলে "আকাশ হইতে" এই অতিরিক্ত শব্দ পেশ করা হলো কেন? ওলামাদের জ্ঞানমত "নাজালা" শব্দের ভিতরেই ত "মিনাছছামা" শব্দ রয়ে গেছে। যদি কোন

পূর্ব্ব পাকিস্তানে কার্য্যরত মুরব্বীগণ সমীপে—

এতদ্বারা মুরব্বী সাহেবানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে যে, প্রচার কার্য্য মৌখীক ও লিখনী দ্বারা হইয়া থাকে। ইহার প্রমাণ পশ্চিম পাকিস্তান ও বহির্দ্দেশীয় মিশনে কার্য্যরত মিশনারীগণের কার্য্য বিবরণী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পূর্ব্ব পাকিস্তানের একটি মাত্র মুখ পত্র "আহমদী" আমাদের মুরব্বীগণের দান হইতে বঞ্চিত। ইলমী বা তাহকীকী মজমুন ছাড়া ও মুরব্বী সাহেবানের "আহমদী"তে দিবার অনেক কিছু রহিয়াছে। যেরূপ ঃ—হাদিসের অনুবাদ, মলফুজাতে হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর অনুবাদ, হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) এর খোৎবা বা অন্য মলফুজাতের অনুবাদ, বহির্দ্দেশীয় মিশন সংবাদ ইত্যাদি। এই কাজগুলি খাছ করিয়া জামাতের আলেমগণের সহিত সংশ্লিষ্ট! আশা করি মুরব্বী সাহেবান ভবিষ্যতের জন্য সজাগ হইবেন। সঃ, আঃ।

নবী অলি বা কোন মানুষের আগমনের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ করে তার আগমন বুঝাতে হয় তাহলে হাদিসে বা কোরাণে কোথায় এমন উদাহরণ আছে সে অমুক ব্যক্তি আকাশ থেকে অবতরণ করেছে।

অন্য আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় এই মত প্রচলিত হয়েছে যে তিনি ক্রশ ভেঙ্গে ফেলবেন যেমন রাসুলুল্লাহ (দঃ) কাবা গৃহের মূর্ত্তি ভেঙ্গে ফেলে ছিলেন এবং শুকরগুলি হত্যা করবেন যেমন মুছা (আঃ) বকরী হত্যা করেছিলেন। যুবতী উষ্ট্রীকাগুলিকে যথেচ্ছ বিচরণ করার উদ্দেশ্যে বেপরোয়া ছেড়ে দেওয়া হবে। তিনি লোকদিগকে টাকা কড়ি নিতে আহ্বান করবেন। কিন্তু কেহই তা গ্রহণ করবে না। তিনি দুনিয়ার শক্তিশালী রাজা বাদশাহদের মতন একজন বাদশাহ হবেন এবং সরকার নিয়োজিত আদালতের বিচারকের ন্যায় একজন ন্যায় বিচারক হবেন।

দেখা যাক রাসুল (ছাঃ) কেন দুনিয়ার অন্য কোথাও না যেয়ে কাবার মূর্ত্তিগুলি ধ্বংস করলেন। কাবা আল্লার মনোনীত বহু পুরাতন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপাসনালয়। জাহেলিয়াতের যুগে ইহা সমভাবে পাপ ও পুণ্য কর্ম্মের কেন্দ্রস্থল ছিল। আল্লার সেই পবিত্র ঘরকে অপবিত্রতা ও কলুষ মুক্ত করে রসুলের ও তৎকালীন তার উম্মৎদের জন্য আল্লাহর উপসনার উপযুক্ত করতে তাঁর পক্ষে কাবার মূর্ত্তি ধ্বংসের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল মূর্ত্তি ধ্বংস করে কাবা গৃহের সংস্কার সাধন করার তাঁর প্রয়োজন ছিল। তিনি তাহাই করেছিলেন। এবনে মরিয়াম এই রকম কোন নির্দ্দিষ্ট গৃহ বা গির্জা কলুষমুক্ত ও সংস্কৃত করার নির্দ্দেশ পান নাই। অতএব তিনি কোথাকার ক্রস ভাঙ্গবেন এটা নিশ্চয়ই সামঞ্জস্যহীন একটা চিন্তা।

কর্ম্মীর উদ্দেশ্য দ্বারা তার কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হয়। একের কার্য্যের সাথে অন্যের কার্য্যের তুলনা করতে হলে উভয় কর্ম্মীর উদ্দেশ্যের পর্য্যালোচনা করার প্রয়োজন আসে। রাসুলের মূর্ত্তি ধ্বংসের উদ্দেশ্য ছিল কাবাকে কলুষ মুক্ত করা আর ইছা (আঃ) এর উদ্দেশ্য ছিল নাছারানিয়াত ধ্বংস করা। এই উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হয়ে তিনি যদি ক্রস ধ্বংস করে ফেলেন তবে কি তাহা দ্বারা নাছারানিয়াত ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। তাই যদি হয়, তবে রাসুলের কাবার মূর্ত্তি ধ্বংসের সাথে জগতের ভূতপরস্তি ধ্বংস হলো না কেন? ক্রস ধর্ম্মের প্রতীক, ক্রস ধ্বংস দ্বারা ধর্ম্ম ধ্বংস হয় না। ক্রস অবলম্বন করে গৃহীর গৃহে পাপের গীর্জায়, ধর্ম্ম অবস্থান করে মানুষের মনে।

খৃষ্টিয়ান জগতের সমস্ত গীর্জা বা বাড়ীর ক্রসগুলি ভেঙ্গে ফেলতে একটা লোক বা তার মুষ্টিমেয় সাগরেদের আয়ুষ্কালে কুলাবে কিনা সন্দেহ। ক্রস তৈরারী ক্ষমতা, উপাদান ও প্রবৃত্তি বজায় থাকলে বর্ত্তমান ক্রসগুলোর ধ্বংশের পরেও তারা আবার ক্রস তৈরী করতে পারবে। ক্রস ধ্বংস করতে গেলে ক্রোশ-ধারীরা নিশ্চয়ই বাধা দিতে পারে যার ফলে বিবাদ বিসম্বাদ সৃষ্টি হবে ইবনে মরিয়ামের মুষ্টিমেয় শিষ্য শক্তিশালী ইংরেজদের সাথে যুদ্ধে কখনও এটে উঠতে পারে না অথবা কোন একটি ক্রস ভেঙ্গে গেলেও সকলটাই ধ্বংস হয়ে যাবে না। আর সে যাই হোক ব্যাপারটি যে হাস্যাস্পদ তা নিত্যান্ত পাগল ব্যতিরেকে সকলেই স্বীকার করবে। যদি তার হুকুম মাত্রেই একাজ আপনা আপনি সম্পন্ন হয়ে যায় তাহলে এমন একটা অলৌকিক ব্যাপার প্রকাশ পাবে যাহাতে অনুমান করা উচিৎ হবে যে তিনি আল্লার কাছাকাছি এমন একটি পর্য্যায়ে এসে পৌঁছিছেন যেখানে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (দঃ) পৌঁছিতে পারেন নাই। রাসুলের জীবন কাল হইতে আরম্ভ করে এ পর্য্যন্ত কেউ এমন অলৌকিকত্ব প্রকাশ করেন নাই। মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের মাপ কাঠিতে রসুলকে (দঃ) বুঝবার নির্দ্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন :—

"বল, আমি তোমাদেরি মত একজন মানুষ" অর্থাৎ তুমি মানুষকে বুঝায় যেন সে মানুষের পর্য্যায়ে থেকে মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞান যাহা আল্লাহ তাকে দিয়েছেন, তাহা দ্বারা তোমাকে ও তোমার কাজ কর্ম্মকে বুঝতে পারে। তোমাকে বুঝতে যেয়ে মানুষ যেন জ্ঞান হারা বা জ্ঞান বিকৃত না হয়ে পড়ে। মানুষ পর্য্যায়ের বাহিরে রেখে তোমাকে বিচার করতে না যায়। তারই অনুগত ও পরবর্ত্তী রূপে আর একজন এসে অলৌকিকতার প্রভাবে মানুষের জ্ঞান হরণ করে তার প্রতি মানুষের বিশ্বাস জাগাবে। মানুষের প্রকৃতি বিরুদ্ধ কাজ দ্বারা মানুষকে প্রলোভিত করবে গুরুর চেয়ে শিষ্য এক কাটি উপরে উঠে যাবে

ইহা কখনো সত্য হতে পারেনা। রাসুলের (দঃ) ইর্জ্জতের দাবীতে আমি ইহা অস্বীকার করি।

শহর গ্রামের শুকরগুলো না হয় কয়েক বৎরের অক্লান্ত পরিশ্রমে ধ্বংস করা গেল অবশ্য শুকরের মালিকেরা যে অধিকার হরণের মামলা করবে না বা একজনের শুকরের গায়ে অন্যে হাত দিলে মাথা ফাটিয়ে দেবে না এরই বা কি নিশ্চয়তা আছে? আফ্রিকার জঙ্গলের বা সুন্দর বনের শুকর গুলো হত্যা করা তো একটা মস্ত ঝুকির ব্যাপার শুকর হত্যা করতে গিয়ে অবশেষে রয়াল বেঙ্গল ট'ইগারের নখরে বা বন্য হাতীর পদতলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে কোন শিষ্যই সম্ভবতঃ স্বীকার করবে না। আবার শুকর ধ্বংস হলেও ত ধর্ম্ম ধ্বংস হলো না। যুবতী উষ্ট্রীকাগুলো যথেচ্ছ ছেড়ে দিলে তারাও যথেচ্ছ বিচরণ করবে ও অপরের ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে দিবে। এ অবস্থায় ক্ষেতে বেড়া দেওয়ার বা মজবুত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে। পরিত্যাক্ত উষ্ট্রীকাগুলির মালিকের কোন ঠিকানা থাকবে না। অতএব তারা বাচ্চা প্রসব করলে বাচ্চার দাবী নিয়েও মানুষে মানুষে বিরোধ বাঁধবে উক্ত উষ্ট্রীকাগুলিতে কেহ আরোহণ করবেনা কিম্বা উহা দ্বারা কোন কার্য্য করে নিবে না। অতএব উহা অপ্রয়োজনীয় একটা প্রাণী রূপে ধরার বুকে অবশিষ্ট থাকবে।

ক্রমশঃ।

আধ্যাত্মিক খোরাক

"আহমদী" মানুষের আধ্যাত্মিক খোরাক জোগায়, জীবন বাঁচাইয়া রাখে অথচ কোন কোন আহমদী বার্ষিক ৪৲ চারি টাকা খরচ করিয়া ইহা পাঠ করিবার আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন না। যে সমস্ত বন্ধু দৈনিক এক পয়সারও কম খরচ করিয়া আল্লাহর বাণী, আল্লাহর রসুলের বাণী, তাঁর মসিহ ও খলীফার বাণী পাঠ করিতে বা শুনিতে প্রস্তুত নহেন তাঁহাদের পক্ষে আধ্যাত্মিক কি সম্ভবপর?

ম্যানেজার "আহমদী।"

কি এবং কেন ?

আমরা এমনি একটি অশান্তি ও আজাবের যুগে বাস করছি, যে যুগে মানুষের অভাব অভিযোগ এবং দুঃখ কষ্টের অবধি নাই। আজ বৃষ্টি নাই, কাল অতি বৃষ্টি অথবা যদিও বৃষ্টি হলো সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে ঠিক মত ফসল ফলাবার আর যো নাই। পরশু বন্যার জলে দেশ তলাইয়া দিল অথবা ভূমিকম্পনে কোন শহর বা পল্লী ধ্বংস হইল সেখানে লোক বসতির চিহ্ন মাত্র আর রইলনা। এর পরদিন খাদ্য দ্রব্য ইত্যাদি নানাবিধ প্রয়োজনীয় জিনিষের অভাব। তার পরদিন মহামারী, এমনি ভাবে মানুষের বিপদাবলী একটার পর একটা লাগিয়াই আছে। মানুষ একটা বিপদের সাথে পরিচয় হতে না হতে আরও কয়েকটা এসে তার সাথে জড়িত হয়। অনেকেই ভাবেন, এ বছরটা না হয় নানা দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়া গেল, আগামী বছর এলে হয়তো সুখ শান্তিতে কাটাতে পারবো, কিন্তু যখন আগামী বছর এলো তখন অনেকেই বলেন, গেল বছর বেশ ভালই গিয়াছে এ বছর দেখছি আর বাঁচা নেই। অমনি ভাবে মানুষ যতই সুখ শান্তির আশায় পথ চেয়ে আছে প্রকৃতি ততই যেন বছরের পর বছর কেবলি রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করে ধরার বুকে আগমন করছে। কেন এমন হলো, ইহার প্রকৃত কারণ কি ? মানুষ কি অপরাধ করেছে তার পরম পিতার কাছে, যার ফলে বর্ত্তমান যুগে মানব মণ্ডলীর উপর এত ক্ষেপে গিয়াছেন ? মহিমান্বিত আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরাণ মজিদে বলেন, নিশ্চয়ই যাহারা ইমান আনিয়াছে এবং সৎ কর্ম্ম সমূহ করিয়াছে আল্লাহ-তায়ালা তাহাদিগকে ভালবাসেন (সুরা মরিয়ম) বর্ত্তমান যুগে মানুষ কি অন্যায় কাজে নিপতিত আছে যার জন্য তাঁহার ভালবাসা হইতে তাহারা বঞ্চিত ? তবে কি বান্দাগণের কান্নাকাটী তিনি শুনিতেছেন না ? নিশ্চয়ই তিনি অতি দয়ালু এবং দানশীল যখন কোন বান্দা হস্তদ্বয় উঠাইয়া প্রার্থনা করে তখন তিনি উক্ত বান্দার হাতে কিছু না দিয়া ফিরাইয়া দেন না। আল্লাহতায়ালা বলেন, হে বান্দাগণ ! তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব ! হজরত রসুল করীম (দঃ) বলিয়াছেন, যখন কোন ব্যক্তি আল্লাকে ডাকে তদুত্তরে আল্লাহতায়ালা বলেন, হে বান্দা আমি উপস্থিত আছি, তুমি যাহা চাও, তোমাকে আমি তাহা দান করিব। দয়াময় আল্লাহতায়ালা অতীতে যেমন শুনিতেন এবং তার উত্তর দিতেন, তেমনি বর্ত্তমান যুগেও বান্দার ডাক শুনেন এবং তার উত্তর দিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি কোন নিয়মের ব্যতিক্রম করেন না। আল্লাহতায়ালা বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্ত্তন করেন না, যে পর্য্যন্ত না তাহারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্ত্তন করে (সুরারাদ) উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বর্ত্তমান যুগের মানুষ কোন না কোন এক ভুল বুঝা বুঝির মধ্যে পতিত হয়ে আল্লাহতায়ালার দেওয়া শান্তির সরল পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বহু দূরে সরে পড়েছে। তিনিই তো কোরান মজিদে বলেছেন "তোমরা শৈথিল্য করিও না, বিষন্ন হইও না, যদি তোমরা খাঁটি ইমানদার হও, তবে তোমরাই জয়ী হইবে।" (আল এমরাম) আল্লাহ-তায়ালা মোসলমানগণকে ওহোদ যুদ্ধে এই বাণী দ্বারাই শান্তনা দিয়াছিলেন যে, যদি তোমরা খাঁটী ইমানদার হও, তবে যাবতীয় বিপদাবলীর উপর তোমরাই জয়ী হইবে। আল্লাহতায়ালা এই আয়াতের সাফল্য স্বরূপ একদিন ধরণীর প্রধান্য মোসলমান-দের হস্তে প্রদান করেছিলেন। এই পবিত্র বাণীর আদেশ অনুযায়ী প্রমাণ হয় যে, প্রকৃত ইমানদারগণ চিরকালই জয়ী হইবে। আল্লাহ বলেন, "আল্লাহতায়ালা পৃথক করিবেন মমিন এবং খবিছকে। নিশ্চয়ই এই নিশান মোমেনদের জন্য" (আনকবুত) পবিত্র কোরাণের বর্ণনায় জানা যায় যে, মানব জাতি সখনই তার সৃষ্টি কর্ত্তাকে ভুলিয়া গিয়াছে এবং তার ফলে অধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে, তখনই তাহাদের উপর আজাব নামিয়া আসিয়াছে বিভিন্নরূপ ধরিয়া। কিন্তু কখনও তিনি কোন জাতিকে অসতর্ক অবস্থায় বিনষ্ট করেন নাই। তাই তিনি বলেন, "এবং আমরা আজাব অবতীর্ণ করিনা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না কোন সতর্ককারী রসুল প্রেরণ না করি।"

পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা প্রত্যেক অধর্ম্ম প্রাবল্যের জমনায় তাঁর প্রেরীত নবী রসুল প্রেরণ করিয়া প্রকৃত ইমানদার মোমেনদিগকে বাছিয়া পৃথক করিয়া থাকেন। মানব জাতি যখন সেই নবী রসুলকে অগ্রাহ্য করিয়া ভুল পথকেই নির্ভুল বলিয়া আঁকড়ে ধরে থাকে, তখনই তিনি ধরণীর বুকে আজাব অবতীর্ণ করেন বিভিন্নরূপে। নতুবা তিনি মানব জাতির উপর আজাব পাঠান না। তাই আল্লাহতায়ালা বলেন, "মানবগণের হস্ত সকল যে পাপ উপার্জ্জন করিয়াছে, তজ্জন্য জলে স্থলে সাগর মাঠে ফাছাদ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং তাহারা যে পাপ করিয়াছে, তাহার কতকাংশের স্বাদ গ্রহণ করাইব। তাহা হইলে সম্ভবতঃ তাহারা অপকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সৎপথে আসিতে পারে।" (সুরারূম) পৃথিবীতে নানা স্থানে নানা ভাবে বালা মছিবত

(শেষাংশ ১৬শ পৃষ্ঠায় ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

আহ্বান

মানুষ অনুকরণশীল। পূর্ব্ব-বর্ত্তীগণের গুণে গুণানিত হইবার চেষ্টা করা মানুষের একটি স্বভাব। এই দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে আমরা পূর্ব্ব পাকিস্তানী আহমদীগণ বহু পিছনে। কারণ, আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী বোজর্গাণের গুণরাশী আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে। এমনকি আমাদের মধ্যে এমন বহু আহমদী আছেন যাহারা আমাদের ভূতপূর্ব্ব আমীর সাহেবানের নাম পর্য্যন্ত জানেনা। এই অভাব মোচনার্থে আমরা আমাদের ভূতপূর্ব্ব আমীর সাহেবান এর মধ্যে যাঁহারা ইন্তেকাল করিয়াছেন অর্থাৎ :—মরহুম মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ সাহেব, মরহুম প্রফেসার আবদুল লতীফ সাহেব ও মরহুম খানবাহাদুর আবদুল হাসেম খান চৌধুরী সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত "আহমদী" তে প্রকাশ করিব।

এই সম্বন্ধে মরহুম গণের সন্তান ও সহকর্ম্মী গণকে কলম ধরিবার জন্য আহ্বান জানাইতেছি। (সঃ আঃ)।

আঁ হজরতের (সাঃ) উপর তথা কথিত যাদু

মুল—হজরত মীর্জা বশীর অহমদ সাহেব, এম, এ, মাদ্দা জিল্লুহল আলী

অনুবাদক—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

খোদা-তা'লা বলেন :—

"কাতাবাল্লাহু লা-আগলিবান্না আনা ও রাসুলী।" (মুজাদালা ; রুকুত ৩)

অর্থাৎ, "খোদা-তা'লা লিখিয়া রাখিয়াছেন, —অর্থাৎ এই অখণ্ডনীয় বিধান করিয়াছেন, প্রত্যেক রসুলের জামানায় 'আমি ও আমার রসুল সর্ব্বদা জয়ী হইব' এবং কোন শয়তানী অস্ত্র আমাদের বিরুদ্ধে কার্য্যকরী হইবেনা।"

এখন, 'সেহের' শব্দের ষষ্ঠ অর্থ, অর্থাৎ 'ইচ্ছা-শক্তির প্রয়োগ বা হিপ্নোটীজমের দ্বারা কোন মানুষ বা বস্তুর উপর সাময়িক কর্ত্তৃত্বের ফলে কোন বাহ্যিক অস্থায়ী পরিবর্ত্তন আনয়ণ'। আমরা এই বিদ্যা অস্বীকার করি না। কারণ, বিশ্বময় অভিজ্ঞতা ও আবেক্ষণ দ্বারা ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কোরআন শরীফও ইহা স্বীকার করে। হজরত মুসা (আঃ) সম্পর্কে কোরান বলে :—

"কা-ইজা হেবালুহুম্ ওইসিয়ুহুম্ ইয়ুখাইয়ালু ইলাইহে মিন সেহরেহিম্ আন্নাহা তাস্‌আ'।" ('তা-হা, রুকু ৩)

অর্থাৎ, "মুসার (আঃ) সহিত প্রতিযোগীতার জন্য যে সকল যাদুকর আসিয়াছিল, তাহারা তাহাদের রজ্জু ও লাঠিগুলি মুসার (আঃ) সম্মুখে নিক্ষেপ করিল এবং তাহাদের ইন্দ্রজাল (অর্থাৎ ইচ্ছা-শক্তির প্রয়োগ) দ্বারা মুসার (আঃ) নিকট ঐ দড়িগুলি সাপের ন্যায়) দৌড়াইতেছে বলিয়া দেখাইল।"

কিন্তু যখন হজরত মুসা (আঃ) খোদার আদেশে তাঁহার লাঠি নিক্ষেপ করিলেন, তখন ইহা ঐ সকল হেয়ালী সর্পগুলিকে নিমিষের মধ্যে বিনাশ করিল এবং যাদুকরগণ পরাজিত হইয়া সেজদায় প্রণত হইল। এ সম্বন্ধে খোদা-তালা বলেন :—

"ইন্নামা সানাউ কাইদু সাহেরওলা ইয়ুফ্‌লেহুস্ সাহেরু হাইসু আতা"

(তাহা', রুকু ৩)

অর্থাৎ, "ঐ যাদুকরেরা যে কাণ্ড করিয়াছিল, তাহা কেবল মাত্র ইন্দ্রজাল (ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগের) প্রদর্শনী ছিল। কিন্তু নবীগণের বিরুদ্ধে কোন যাদুকর সে যে উপায়ই অবলম্বন করে না কেন এবং যে দিক দিয়াই আসেনা কেন কখনো কৃতকার্য্য হয় না।" এই আয়াতের শেষাংশ অর্থাৎ, "লা-ইয়াফলেহুস সাহেরু হাইসু আতা" ('যাদুকর যে উপায়ই অবলম্বন করে না কেন বা যে পথেই আসে না কেন, কখনো কৃতকার্য্য হইবে না') শুধু হজরত মুসার (আঃ) সহিত বিশিষ্ট নহে। ইহা একটি সাধারণ নিয়মই স্বরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সকল রসুল ও নবীগণের সঙ্গেই ইহার সম্পর্ক। কিন্তু অসম্ভব সত্ত্বেও যদি ধরিয়া নেওয়া হয় যে, হজরত মুসার (আঃ) সঙ্গেই মাত্র ইহার সম্পর্ক, তবু কিরূপে একথা বিস্মৃত হওয়া যায় যে, আমাদের কর্ত্তা, আমাদের নবী (সাঃ আঃ) হইলেন শ্রেষ্ঠ রসুল ও খাতামুন নাবীঈন নবীগণের মোহর। তিনি বলিয়াছেন এবং সম্পূর্ণ সত্য বলিয়াছেন :—

ক্রমশঃ।

কি এবং কেন ?

(১৫শ পৃষ্ঠার পর)

অভাব অভিযোগ, অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ শস্যনাশ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, কলেরা, বসন্ত মহামারী, প্লেগ, ভূমিকম্প, ইত্যাদির কারণ একমাত্র আল্লাহতায়ালার প্রেরিত মহামানবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা যতদিন পর্য্যন্ত মানুষ সংশোধন না হইয়াছে ততদিন পর্য্যন্ত এ আজাবের হাত হইতে কাহারও নিস্তার নাই।

অতএব হে ভাই ভগ্নিনীগণ! চলুন এখন হইতে নিজ নিজ গুনাহের তওবা করতঃ আল্লার আদেশ অনুযায়ী তাঁর প্রেরিত মহাপুরুষকে চিনে আল্লার খাঁটি মোমেনগণের শ্রেণীভুক্ত হয়ে আজাব হইতে বাঁচি। যদি খাঁটী মোমেন হইতে পারি তবে আল্লাহতায়ালা ওয়াদা করিয়াছেন।

"তোমরাই জয়ী হইবে যদি তোমরা কামেল মোমেন হও।" এই আয়াতের মর্ম্মানুসারে ইহকালে শত্রু কুলের উপর সর্ব্বদা জয়ী থাকিব ও আল্লার আজাব হইতে রক্ষা পাইব এবং পরপারের শাস্তি হইতে মুক্তি পাইয়া বেহেশ্‌তে স্থান লাভ করিতে পারিব। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন। আমীন।

খাকছার—

সরফরাজ এম, এ, ছাত্তার (রঙ্গু) চৌধুরী

ব্রাহ্মণবাড়িয়া মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার মার্চ্চ এবং এপ্রিল ১৯৬০ সনের রিপোর্ট

১। তবলীগি সভা :—

উপরোল্লিখিত সময়ের মধ্যে রমজান মাস (মার্চ্চ মাসে) হওয়ায় সমস্ত মাসেই মৌলানা ছৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব মসজিদুল মাহদীতে কোরাণের দরস দিয়াছেন।

এপ্রিল মাসে যথাক্রমে মৌরাইল পৈরতলা এবং আহমদী পাড়ায় ৩ (তিনটি) তবলীগি সভা অনুষ্ঠীত হইয়াছে। আহমদী পুরুষ এবং অনেক মহিলাও সভাতে যোগদান করিয়াছেন।

২। প্রচার কার্য্য :—

উক্ত সময়ের মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে ৭দিন ধর্ম্মীয় সভা অনুষ্ঠীত হয়। উহাতে প্রচারের জন্য "কল্কি অবতারের আবির্ভাব" নাম দিয়ে একটি প্রচার পত্র ছাপান হয় এবং হিন্দুদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

৩। ওয়াকারে আমল :—

পবিত্র রমজানের ঈদের সময়ে স্থানীয় রিপাবলিক স্কোয়ারে (লোকনাথ পার্কে) পুরুষের সঙ্গে মেয়েদেরও পর্দ্দা দিয়ে ঈদের নামাজের ব্যবস্থা করা হয়।

কায়েদ খোদ্দামুল আহমদীয়ার

পক্ষে

মাহমুদ আহমদ

Printed at the Satya-Sadhana Chhapakhana, Narayanganj. Edited and Published by Md. Ahsanullah Sikder from 4, Bakshi Bazar Road, Dacca